ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-285 ■ 15 July, 2026 ■ আগরতলা ১৫ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ৩০ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## হরমুজ প্রণালীতে ২০ শতাংশ টোলের প্রস্তাব থেকে সরে এলেন ট্রাম্প

**ওয়াশিংটন, ১৪ জুলাই ।।** হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাতায়াতকারী জাহাজের পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ টোল আরোপের প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মঙ্গলবার তিনি জানান, এর পরিবর্তে উপসাগরীয় (গালফ) দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ও বৃহৎ বিনিয়োগ চুক্তির পথে এগোবে যুক্তরাষ্ট্র।

নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেন, উপসাগরীয় দেশগুলির নেতাদের সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ওই দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রে 'বৃহৎ বিনিয়োগ' করবে, যা উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক হবে। ট্রাম্পের দাবি, এই বিনিয়োগের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন কারখানা, উৎপাদন কেন্দ্র ও শিল্প অবকাঠামো গড়ে উঠবে এবং লক্ষ লক্ষ উচ্চ বেতনের কর্মসংস্থান তৈরি হবে।

এর আগের দিন ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র হরমুজ প্রণালীর 'অভিভাবক' হিসেবে দায়িত্ব নেবে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার খরচ বাবদ ওই জলপথ দিয়ে যাতায়াতকারী সব পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ ফি আদায় করবে। তবে একদিনের মধ্যেই সেই অবস্থান থেকে সরে এসে তিনি বিনিয়োগভিত্তিক সমঝোতার কথা ঘোষণা করেন।

ট্রাম্প দাবি করেন, মার্কিন সেনাবাহিনীর কারণেই হরমুজ প্রণালী আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ, জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন, সেন্টকমের প্রধান অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রশংসা করেন।

একই সঙ্গে তিনি জানান, ইরানের বন্দর থেকে আসা বা ইরান-সম্পর্কিত পণ্য বহনকারী জাহাজের ওপর 'পূর্ণ অবরোধ' বহাল থাকবে। তবে অন্যান্য দেশের জাহাজ হরমুজ প্রণালী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বৃদ্ধের মৃত্যুকে ঘিরে তেলিয়ামুড়ায় উত্তেজনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুলাই ।।** তেলিয়ামুড়া মহকুমার জারুইলং বাড়ি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় ৭০ বছর বয়সী প্রমোদ দাসের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার রাতে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাকে ঘিরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করলে প্রায় চার ঘণ্টা যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনার তদন্তে নেমে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ সন্দেহভাজন হিসেবে এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যায়। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়াই ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে রাত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানাল বাংলাদেশ

**ঢাকা, ১৪ জুলাই ।।** ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার সম্ভাব্য পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ। মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টা তারেক রহমানের তথ্য ও কৌশলবিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান বলেন, তিনি বিশ্বের সেরা আইনজীবীদের নিয়ে আসুন, তবে তাকে আইনের মুখোমুখি হতেই হবে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা চলতি বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে ফেরার ইঙ্গিত দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে জাহেদ উর রহমান বলেন, আমরা তার এই ঘোষণাকে স্বাগত জানাই, কারণ আমরা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে চাই।

তিনি আরও দাবি করেন, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, সে বিষয়ে দেশের মানুষ মৃত্যুদণ্ড বহাল দেখতে চায়। তার ভাষায়, দেশের মানুষ চান, তিনি যে অপরাধ করেছেন তার জন্য ঘোষিত মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকুক এবং সেই রায় কার্যকর হোক। বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাহেদ উর রহমান বলেন, তিনি বিশ্বের সেরা আইনজীবীদের নিয়ে আসুন।

বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা ও ৭৮ বছর বয়সী শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-নেতৃত্বাধীন গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হন। সরকার পতনের পর তিনি ঢাকা ছেড়ে ভারতে অবস্থান করছেন। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ঢাকার একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ২০২৪ সালের আন্দোলন দমনে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে শেখ হাসিনাকে অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ, দণ্ড এবং মৃত্যুদণ্ডের রায়কে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত" বলে দাবি করেছেন। রায় ঘোষণার পর থেকেই তাকে বিচারের মুখোমুখি করতে ভারতের কাছে প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়ে আসছে ঢাকা।

এদিকে, ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল মঙ্গলবার জানান, শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন হয়নি। তিনি বলেন, প্রত্যর্পণের বিষয়টি সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় বিবেচিত হবে। জাহেদ উর রহমান বলেন, প্রক্রিয়াগত কোনো বিষয়ই তার দেশে ফেরার ক্ষেত্রে বাধা হবে না। তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে ঢাকা ও নয়াদিল্লির মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

জাহেদ উর রহমান জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি-বিডি) শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হবে। পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতির সুযোগ থাকবে এবং বিচারকার্যের ভিডিও সম্প্রচারও করা হবে।

তিনি বলেন, আদালত চাইলে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দেওয়া রায় সংশোধন করতে পারে, এমনকি তাকে খালাসও দিতে পারে। সেটাও হতে পারে, মন্তব্য করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন নিয়ে সরকারের ওপর কোনো ধরনের চাপ নেই।

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি-বিডি) গঠন করেছিল। অতীতে এই ট্রাইব্যুনালের একাধিক রায় উচ্চ আদালতে স্থগিত বা বাতিল হওয়ার নজিরও রয়েছে।

## উন্নয়নই সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।।** মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আজ বলেছেন যে ত্রিপুরা সরকার রাজ্য ও জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণে এগিয়ে যাচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাজ করছে। আমাদের প্রধান এজেন্ডা উন্নয়ন। রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয় সরকারে আমাদের বিজেপি সরকার সর্বদা উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গত ১২ বছরে দেশ ব্যাপক উন্নয়নের সাক্ষী হয়েছে এবং আমরা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করছি। আজ গোমতী জেলার উদয়পুরের রাজর্ষি হলে গোমতী জেলার অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন কালে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তিনি বলেন যে বেশিরভাগ মানুষই উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, সিওপিডি, ক্যান্সার, সিকেডি, অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ ইত্যাদির মতো রিপোর্ট রোগের কারণে মারা যায়। আমাদের প্রতিবেদন অনুসারে, ত্রিপুরাও এর অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের অবশ্যই রোগগুলি শুরুর আগে শনাক্ত করতে হবে। যাদের বয়স ৩০ বছরের বেশি, আমরা স্ক্রিনিং করছি। প্রতি বছর আমরা ১৫ লক্ষের টার্গেট নিয়েছি। আমরা যদি এই ধরনের কাজ না করি, তাহলে আমরা সুস্থ ত্রিপুরা অর্জন করতে পারব না। মানুষকে সুস্থ রাখতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান, ল্যাব নেটওয়ার্ক এবং স্টপ ডায়রিয়া-এ মডেলের প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বাইরের

## নিজ বাড়িতেই নৃশংসভাবে খুন এক ব্যক্তি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।।** যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত কাঁঠালিয়া ভদ্রাবাড়ি এলাকায় নিজ বাড়িতে নৃশংসভাবে খুন হলেন উত্তম নমঃ নামে এক ব্যক্তি। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, দুর্বৃত্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে উত্তম নমঃকে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডের পর ঘরের বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ সকাল প্রায় ৯টার দিকে যাত্রাপুর থানায় ঘটনার খবর পৌঁছায়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করে। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটনে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

জানা গেছে, নিহতের দুই ছেলে রয়েছেনবড় ছেলে উৎপল নম (২৫) এবং ছোট ছেলে চয়ন নম (২২)। ঘটনার সময় তাঁদের অবস্থান এবং ঘটনার সঙ্গে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তাও তদন্তের আওতায় এনেছে পুলিশ। কী কারণে এবং কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তকারী কর্মকর্তারা সম্ভাব্য সব দিক খতিয়ে দেখছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শেষ হলে ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং অভিযুক্তদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানো হবে। এদিকে, নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

## শিক্ষক সংকটের প্রতিবাদে পড়ুয়াদের কমলপুর-আমবাসা সড়ক অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৪ জুলাই ।।** দীর্ঘদিনের শিক্ষক সংকটের স্থায়ী সমাধানের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল কমলপুর মহকুমার মহারানি ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল। মঙ্গলবার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভে সামিল হয়ে কমলপুর-আমবাসা প্রধান সড়ক অবরোধ করে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং রাস্তাজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় নিয়মিত পঠন-পাঠন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। অনেক বিষয়ের ক্লাস নিয়মিত হচ্ছে না, ফলে নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যক্রম শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে তাঁদের শিক্ষাজীবন ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি, শিক্ষক সংকটের বিষয়টি একাধিকবার স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা দপ্তরের নজরে আনা হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বাধ্য হয়েই নিজেদের ন্যায্য দাবিতে রাজপথে নেমেছেন তাঁরা। হঠাৎ করে সড়ক অবরোধের জেরে কমলপুর-আমবাসা সড়কে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তার দুই পাশে আটকে পড়ে অসংখ্য যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী যানবাহন। দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রী, কর্মজীবী মানুষ এবং চালকেরা।

ঘটনার খবর পেয়ে সালেমা থানার ওসি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাঁদের দাবির বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অবরোধ তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানান।

## মণিপুরে উদ্ধার বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার গ্রেপ্তার এক শীর্ষ জঙ্গি

**ইম্ফল, ১৪ জুলাই (আইএএনএস)।।** মণিপুরে পৃথক অভিযানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। পাশাপাশি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন পিপলস রেভলিউশনারি পার্টি অব কাংলেইপাক (প্রেপাক)-এর এক শীর্ষ জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৫০ কেজি সন্দেহভাজন আফিমও উদ্ধার হয়েছে, যার কালোবাজারি মূল্য ৩ কোটির টাকারও বেশি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মণিপুর পুলিশ ও ১৯ গাড়ওয়াল রাইফেলসের যৌথ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে ভারত যুক্তরাজ্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

**নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (আইএএনএস)।।** ভারত-যুক্তরাজ্য সমন্বিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি (সিইটিএ) আগামী ১৫ জুলাই, বুধবার থেকে কার্যকর হচ্ছে। এই চুক্তির ফলে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের দাম কমার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে ভারতীয় রফতানিকারকরা যুক্তরাজ্যের বাজারে প্রায় সম্পূর্ণ শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবেন।

চুক্তি অনুযায়ী, ১৫ জুলাই থেকেই স্কচ হুইস্কি, জিন, চকোলেট, বিস্কুট, প্রসাধনী-সহ বিভিন্ন ব্রিটিশ পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক ধাপে ধাপে কমতে শুরু করবে। যদিও কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হ্রাস আগামী কয়েক বছরে পর্যায়ক্রমে কার্যকর হবে।

অন্যদিকে, ভারতীয় রফতানিকারকরা যুক্তরাজ্যের প্রায় ৯৯ শতাংশ শুল্ক লাইনে শূন্য শুল্কের সুবিধা পাবেন, যা ভারতের প্রায় সমগ্র রফতানি মূল্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বস্ত্র, চামড়া, জুতো, সামুদ্রিক পণ্য, রত্ন ও গয়না, ক্রীড়া সামগ্রী এবং খেলনা শিল্প এই চুক্তি থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। পাশাপাশি ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, অটো কম্পোনেন্ট এবং জৈব রাসায়নিক শিল্পেরও যুক্তরাজ্যের বাজারে প্রবেশ আরও সহজ হবে।

এই চুক্তির আওতায় কোন পণ্য শুল্ক ছাড়ের সুবিধা পাবে এবং রফতানিকারক ও আমদানিকারকদের কী ধরনের নিয়ম মানতে হবে, সে বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্রীয় পরোক্ষ কর ও শুল্ক বোর্ড (সিবিআইসি)।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গয়াল বলেছেন, এই ঐতিহাসিক চুক্তি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনের সহযোগিতা আরও গভীর করবে এবং ব্যবসা ও পেশাজীবীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে। তিনি ভারতীয় শিল্পমহলকে যুক্তরাজ্যের সংস্থাগুলির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আরও বলেন, এই চুক্তির ফলে ভারতীয় কৃষক, মৎস্যজীবী, কারিগর এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং সাধারণ মানুষ প্রতিযোগিতামূলক দামে উন্নত মানের বিদেশি পণ্য কেনার সুযোগ পাবেন। এছাড়া নারী উদ্যোক্তা, যুব সমাজ, স্টার্টআপ এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই)-এর জন্যও নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলবে।

উল্লেখ্য, ১৪ দফা আলোচনার পর ২০২৫ সালের ২৪ জুলাই ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে এই সিইটিএ স্বাক্ষরিত হয়। ৩০টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই চুক্তিতে পণ্য ও পরিষেবা বাণিজ্য, ডিজিটাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

### দুবাইয়ের বাজারে কুইন আনারস ও সুগন্ধি লেবু

## বিশ্বের অন্য বাজারেও ত্রিপুরার জৈব পণ্য পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে ঃ কৃষিমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।।** ত্রিপুরার কৃষি খাতে এক ঐতিহাসিক সাফল্যের সূচনা হয়েছে। রাজ্যের বিখ্যাত জৈব কুইন আনারস এবং জৈব সুগন্ধি লেবু প্রথমবারের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) দুবাইয়ের আন্তর্জাতিক খুচরা বাজারে স্থান পেয়েছে। এই সাফল্যের কথা জানিয়ে ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ একে রাজ্য তথা কৃষক সমাজের জন্য অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

মন্ত্রী বলেন, এই সাফল্য ত্রিপুরার কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, কৃষি দপ্তরের ধারাবাহিক উদ্যোগ এবং রাজ্য সরকারের জৈব কৃষি সম্প্রসারণে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার ফল। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে ত্রিপুরার জৈব পণ্যের প্রবেশ শুধু প্রতীকী অর্জন নয়, বরং এটি ভবিষ্যতে রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে, কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে এবং বিশ্বমানের জৈব উদ্যানজাত পণ্য উৎপাদনকারী রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরার পরিচিতিকে আরও সুদৃঢ় করবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিপিএল কার্ডের জন্য টাকা দাবি অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুলাই ।।** ত্রিপুরার খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকার চাকমাঘাট শিবিরে বসবাসকারী এক দরিদ্র পরিবারের পক্ষ থেকে বিপিএল বা অন্তোদয় রেশন কার্ড করে দেওয়ার নামে অর্থ দাবি করার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ করেছেন শিবিরের বাসিন্দা দৈনিক মজুর পরেশ দেববর্মার স্ত্রী।

পরেশ দেববর্মা স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে চার সদস্যের পরিবারে বসবাস করেন। দৈনিক মজুরির অনিয়মিত আয়ের ওপর নির্ভর করেই চলে সংসার। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বিপিএল বা অন্তোদয় রেশন কার্ডের জন্য আবেদন জানিয়েও এখনও সেই সুবিধা পাননি। ফলে সরকারি খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পের পূর্ণ সুবিধা থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই ।।** দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম থানাধীন ছোটখিল বিজয়নগর এলাকায় এক নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই নাবালিকা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃত নাবালিকার নাম কল্পনা ( কল্পিত নাম)। তিনি বিজয়নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। তাঁর পিতার নাম সুকান্ত গড়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাতে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল থেকে সাব্রুম থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পাঠানো হয়। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতালের তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে। বর্তমানে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আমজানদনগরে প্রথমবার হচ্ছে সম্প্রীতির রথ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ জুলাই ।।** কাঁটাতার ভাগ করেছে দুই দেশ, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের বন্ধনকে আলাদা করতে পারেনি। সেই সম্প্রীতিরই এক অনন্য নজির গড়তে চলেছে ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বিলোনিয়ার আমজাদ নগর। এবার প্রথমবারের মতো এই এলাকায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রথযাত্রা, যেখানে হিন্দু ও মুসলিমউভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে অংশ নেবেন।

আগামী ১৬ জুলাই জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রার রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে গোটা আমজাদ নগরে। সীমান্ত ঘেঁষা এই এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দাই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের হলেও বহুদিন ধরেই এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রয়েছে। সেই ঐক্যের বার্তাকেই আরও দৃঢ় করতে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয়েছে রথযাত্রার।

রথ নির্মাণের কাজ এখন শেষ পর্যায়ে।

বেল কাঠ ও চন্দন কাঠ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে রথ।

উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, এই উৎসব কোনো একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সকলের অংশগ্রহণে সম্প্রীতির উৎসবে পরিণত হবে।

রথযাত্রাকে সফলভাবে আয়োজন করতে গঠন করা হয়েছে সর্বধর্মের একটি পরিচালন কমিটি। কমিটিতে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

রথযাত্রার দিন দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে রথের রশি টেনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সামাজিক ঐক্যের বার্তা তুলে ধরবেন।

রথযাত্রাকে ঘিরে ইতোমধ্যেই উৎসবের সাজে সেজে উঠেছে আমজাদ নগর। স্থানীয়দের আশা, এই উদ্যোগ শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহাবস্থান এবং ভ্রাতৃত্ববোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

আমজাদ নগর রথযাত্রা কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে আগামী ১৬ জুলাই এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাঁদের আশা, সম্প্রীতির এই রথ ভবিষ্যতেও মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্যের বার্তা ছড়িয়ে দেবে।

জাগরণ
আগরতলা ১৫ জুলাই, ২০২৬ ইং
৩০ আষাঢ়, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

# আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চাইল ভারত

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের নির্বিচার গুলিতে অন্তত ৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাইয়াছে ভারত। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাইয়া বিষয়টিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপ দাবি করিয়াছে এবং পাকিস্তানকে এই চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করিবার আহ্বান জানাইয়াছে।১৪ জুলাই ২০২৬ তারিখে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের রাওয়ালকোটের নিউ বাস টার্মিনাল এলাকায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ও বিদ্যুতের মাশুল কমানোর দাবিতে আন্দোলনরত সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালাইলে অন্তত ৬ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হন। এই ঘটনার পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে জানান, এই সহিংস বিক্ষোভ আসলে পাকিস্তানের বহু দশকের পদ্ধতিগত শোষণ, মৌলিক অধিকার খর্ব করা ও প্রশাসনিক নিপীড়নের প্রত্যক্ষ ফল। তিনি বলেন:’জনগণের ন্যায্য দাবিগুলোর সমাধান না করিয়া পাকিস্তান সরকার মাত্রাতিরিক্ত পুলিশি বর্বরতা চালাইতেছে। ভারত আশা প্রকাশ করিয়াছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানের এই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইবে এবং তাহাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনিবে।’জনগণের ন্যায্য দাবিগুলোর সমাধান না করিয়া পাকিস্তান সরকার মাত্রাতিরিক্ত পুলিশি বর্বরতা চালাইতেছে। ভারত আশা ব্যস্ত করিয়াছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানের এই গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইবে এবং তাহাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনিবে। গত জুন মাস থেকেই বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন ও ”জম্মু কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামি অ্যাকশন কমিটি” -এর পক্ষ থেকে দাবি করা হইয়া যে, পাকিস্তানের সেনা ও পুলিশি নির্যাতনে এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। এলাকায় ইন্টারনেট ও যোগাযোগ পরিষেবাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে নির্বিচারে গুলি চালাইল ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সেনা। সাধুনাটি জেলায় মঙ্গলবার জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটির নিরস্ত্র জমায়েতে গুলিবর্ষণের ঘটনায় তিন জন বিক্ষোভকারী নিহত হইয়াছেন। রাওয়ালকোটের মাতিয়াল মিরা বাস টার্মিনালের সামনে গুলিবর্ষণেও মৃত্যু হইয়াছে তিন জনের। গত এক মাসেরও বেশি সময় ধরিয়া পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ইসলামাবাদের সেনার ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ডে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ চাইয়াছে ভারত।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, “নয়াদিল্লি আশা করিয়া, পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সংঘটিত নির্যাতন ও অনাচারের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে পাকিস্তানকে জবাবদিহির আওতায় আনা হইবে। সেখানে কয়েক দশক ধরিয়া পাকিস্তানের পদ্ধতিগত শোষণ, মৌলিক অধিকার হরণ এবং অবৈধ ভাবে দখলে থাকা এলাকাগুলিতে প্রশাসনিক নিপীড়নের সরাসরি পরিণতি এই স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ।” রণধীরের অভিযোগ, স্থানীয় জনগণের ন্যায্য অভিযোগগুলোর সমাধান করিবার পরিবর্তে পাকিস্তানি রাষ্ট্র চরম দমনপীড়নের পথ নিয়াছে এবং নিরস্ত্র অসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। যাহার ফলে ধারাবাহিক ভাবে প্রাণহানির ঘটনা ঘটিয়াছে।দীর্ঘ দিন ধরিয়াই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারা পাক সেনার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলন করিতেছেন। তাহাতে নতুন মাত্রা আনিয়াছে, জম্মু ও কাশ্মীর থেকে স্থানান্তরিত সংরক্ষিত ১২টি আসন। সেই আসনগুলিই এখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন সংগঠনের যৌথমঞ্চ, জেএএসি ওই ১২টি সংরক্ষিত আসন তুলিয়া দেওয়ার দাবি তুলিয়াছে। তাহাদের অভিযোগ, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিতে এবং সেখানকার রাজনীতিকে প্রভাবিত করিতে ইসলামাবাদ এই আসনগুলিকে হাতিয়ার করিয়াছে। ১৯৪৭ এবং তার পর ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীর থেকে বহু মানুষ পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া জম্মু, পুঞ্চ এবং রাজৌরি থেকে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। এই মানুষদের পাকিস্তানে ‘উদ্বাস্তু’ ঘোষণা করা হইয়াছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের আইনসভায় মোট ৫৩ জন সদস্যের মধ্যে এই উদ্বাস্তুদের জন্য ১২টি আসন সংরক্ষিত করা

হইয়াছিল। এর মধ্যে ৬টি আসন কাশ্মীর উপত্যকা এবং ৬টি আসন জম্মু থেকে আসা উদ্বাস্তুদের জন্য সংরক্ষিত।ওই উদ্বাস্তুরা যেহেতু পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাই সংরক্ষিত আসনগুলির নির্বাচন পিওকে-র বাইরে হইয়া থাকে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, কাশ্মীর নিয়া পাকিস্তানের অবস্থানের সঙ্গে আসনগুলির যোগসূত্র রহিয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরের উদ্বাস্তু প্রতিনিধিদের দেখাইয়া ইসলামাবাদ বলিতে চায়, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়নি। জেএএসি-র, এই উদ্বাস্তু আসনগুলি পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করিতেছে। অভিযোগ, ওই আসনগুলি থেকে সাজানো নির্বাচনে জয়ী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে ইসলামাবাদ। জেএএসি-র নেতা সর্দার আমান খান সম্প্রতি পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসেরও বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছেন। তিনি অভিযোগ করিয়াছেন, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীই মূলত ওই স্থানান্তরিত কাশ্মীরিদের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস রফতানি ও অস্ত্র সরবরাহ করে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে পাকিস্তানি নির্যাতন প্রতিরোধে হস্তক্ষেপের জন্য নয়াদিল্লির কাছে আবেদনও জানাইয়াছেন তিনি। গত ৯ জুন থেকে ৩৮ দফা দাবিতে শুরু

হইয়াছে আন্দোলনের নতুন পর্যায়। তাহাতে ৪০ জনেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে হত্যার অভিযোগ উঠিয়াছে পাক সেনার বিরুদ্ধে।

# বিকশিত ভারত-২০৪৭:স্বপ্নের রূপরেখা ও বাস্তবায়নের কঠিন জমি..

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত যখন স্বাধীন হয়েছিল; তখন ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট একটি তলাহীন ঝুড়ির অর্থনীতি থেকে আজকের এই জায়গায় পৌঁছানো কম বড়ো কৃতিত্ব নয়। তবে ইতিহাস যেমন অতীতকে মনে রাখে; ভবিষ্যৎ কিন্তু দাবি করে বর্তমানের সঠিক পরিকল্পনা। ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্ণ হবে। এই শতবর্ষকে সামনে রেখে ভারত বর্ষ সরকারের বর্তমান স্লোগান এবং লক্ষ্য হলো ‘বিকশিত ভারত- ২০৪৭’। এটি কেবল একটি রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক স্লোগান নয়; বরং ১৪০ কোটিরও বেশি মানুষের এক সম্মিলিত স্বপ্ন। লক্ষটি স্পষ্ট: আগামী দুই দশকের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নয়নশীল দেশ থেকে বিশ্বের শীর্ষস্থানে ‘উন্নত দেশে’ রূপান্তরিত করা। কিন্তু এই স্বপ্নের অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপরেখা কেমন? আর তার চেয়েও বড়ো কথা; এই লক্ষ্য ছোঁয়ার পথে কি কি কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে?

একটি দেশকে ‘উন্নত তকমা পেতে হলে তার মাথাপিছু আয় এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদনকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছাতে হয়। বিশ্ব ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী; উচ্চ আয়ের দেশের তালিকায় ঢুকতে গেলে মাথাপিছু বার্ষিক আয় অন্তত ১৪ হাজার ৫ মার্কিন ডলার বা তার বেশি হতে হবে। বর্তমান ভারতের মাথাপিছু আয় প্রায় ২৫০০ ডলারের কাছাকাছি। ২০৪৭ সালের মধ্যে যদি ভারতকে উন্নত দেশের কাতারে দাঁড়াতে হয়; তবে আগামী দুই দশক ধরে দেশের অর্থনীতিকে বার্ষিক প্রায় ৮ থেকে ৯ শতাংশ হারে লাগাতার বৃদ্ধি পেতে হবে। বর্তমানের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা; বিশ্ববাজারে মন্দা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা সামলে এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এক মস্ত বড়ো পরীক্ষা।

অর্থনীতির এই বৃদ্ধি কেবল জিডিপি-র অঙ্কে আটকে থাকলে চলবে না। ভারতকে তার আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতার খোলনলচে বদলে ফেলতে হবে। ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ বা ‘আত্মনির্ভর ভারত’-এর মতো উদ্যোগগুলোকে শুধু ভারী শিল্পের গণ্ডি ছাড়িয়ে সেমিকন্ডাক্টর; কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ; গ্রীন এনার্জি বা সবুজ শক্তি এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিং - এর মতো ভবিষ্যৎ-প্রযুক্তির চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। ভারত আজ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি; কিন্তু একে যদি তৃতীয় বা তৃতীয় স্থানে নিয়ে যেতে হয়; তবে বিশ্বমানের পরিকাঠামো নির্মাণ এবং লজিস্টিকস খরচ (পণ্য পরিবহণ ব্যয়) বর্তমানের ১৩- ১৪ শতাংশ থেকে কমিয়ে উন্নত দেশগুলোর মত ৮ শতাংশে নামিয়ে আনা জরুরি।

ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তি তার ‘ডেমোগ্রাফিক ডেভিডেন্ড’ বা জনমিতির লভ্যাংশ। আমাদের দেশের গড় বয়স এখন মাত্র ২৮ থেকে ২৯ বছর; যা চীন; জাপান বা ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। যেখানে বিশ্বের একটি বড়ো অংশ বুড়িয়ে যাচ্ছে; সেখানে ভারতের কাছে রয়েছে তরতাজা যুবশক্তি। কিন্তু এই যুবশক্তি ‘সম্পদ’ হয়ে উঠবে; যখন তাদের হাতে থাকবে সঠিক শিক্ষা এবং আধুনিক কর্মসংস্থান। অন্যথায় এই বিপুল বেকার যুবসমাজ দেশের জন্য এক বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির বাজারে প্রথাগত ডিগ্রি দিয়ে চাকরি পাওয়া কঠিন। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা— সর্বত্র গবেষণামূলক এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। ‘স্কিল ইন্ডিয়া’ মিশনকে আরোও বাস্তবমুখী করতে হবে যাতে ভারতের যুব সমাজ ভারতের বাজারে নয়; বিশ্ববাজারেও নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতে পারে। ২০৪৭-এর বিকশিত ভারতের অন্যতম স্তম্ভ হতে হবে এমন এক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী; যারা প্রযুক্তির রূপান্তরের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে অভ্যস্ত।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি তার সুফল সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে না পৌঁছায়। বিকশিত ভারতের স্বপ্ন তখনই সফল হবে; যখন দেশের গ্রামীণ ও নগর জীবনের খাড়াই ফাটলটা বুজিয়ে ফেলা সম্ভব হবে। ভারতের একটা বড় অংশ এখনোও কৃষির উপর

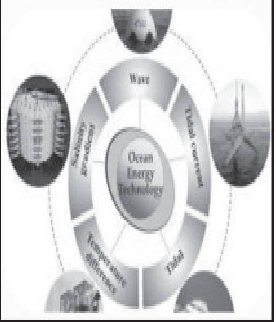

নির্ভরশীল; অথচ জিডিপিতে কৃষির অবদান দিন দিন কমছে। কৃষিতে আধুনিকীকরণ; কোল্ড স্টোরেজ চেইনের উন্নয়ন এবং কৃষকদের সরাসরি বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো না গড়লে গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে না। এর পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কর্মক্ষেত্র মহিলাদের অংশগ্রহণ। ভারতের কর্মক্ষম মহিলাদের একটা বিরাট অংশ এখনোও প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমবাজারের বাইরে রয়ে গেছেন। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়; সেখানে জিডিপিতে মহিলাদের অবদান এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত বেশি। বিকশিত ভারত গঠনে নারীশক্তিকে কেবল সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পের উপভোক্তা হিসেবে দেখলেই চলবে না; তাঁদের দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল অংশীদার করে তুলতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা; মাতৃত্বকালীন সহায়তা এবং সমান মজুরি নিশ্চিত করা এর অন্যতম পূর্বশর্ত। একবিংশ শতাব্দীর উন্নত দেশ হওয়ার সংজ্ঞা বিংশ শতাব্দীর মত নয়। আজ আমরা এমন এক সময় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন এক রূঢ় বাস্তব। তাই বিকশিত ভারতের পথকে অবশ্যই হতে হবে ‘সবুজ ও পরিবেশবান্ধব’। কয়লা বা খনিজ তেলের উপর নির্ভরতা কমিয়ে ভারতকে সৌরশক্তি; বায়ুশক্তি এবং গ্রীন হাইড্রোজেনের মতো নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা হতে হবে। ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের ‘নেট জিরো’ (কার্বন নির্গমন শূন্যে নামিয়ে আনা) অর্জনের যে লক্ষ্য রয়েছে; ২০৪৭ সাল হবে তার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। পরিবেশকে ধ্বংস করে যে উন্নয়ন আসে; তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না— এই সত্য মাথায় রেখেই নীতি নির্ধারণ করতে হবে। ‘বিকশিত ভারত- ২০৪৭’ কোনো অলীক কল্পনা নয়; এটি একটি অর্জনযোগ্য লক্ষ্য। তবে এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক সদিচ্ছা; আমলাতান্ত্রিক জটিলতামুক্ত সুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় নীতির ধারাবাহিকতা। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রাখা অত্যন্ত

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

জরুরী; কারণ দিল্লির নীতি তখনই সফল হবে যখন তা প্রত্যন্ত গ্রামের পঞ্চায়েত স্তরে বাস্তবায়িত হবে।

স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারত যখন পা রাখবে; তখন বিশ্বমঞ্চে তার পরিচয় শুধু একটি বড়ো বাজার হিসেবে থাকবে না; বরং থাকবে একটি আত্মবিশ্বাসী; জ্ঞানভিত্তিক এবং মানবিক সমাজ ও বিশ্বশক্তিরূপে। এই যাত্রাপথ মসৃণ নয়; পদে পদে বাধা আসবে। কিন্তু ১৪০ কোটি ভারতবাসীর যৌথ দায়বদ্ধতা; উদ্ভাবনী শক্তি এবং কঠোর পরিশ্রম যদি সঠিক দিশা পায়; তবেই ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারত কেবল ইতিহাসের পাতায় এক নতুন অধ্যায় লিখবে না; বরং সমগ্র মানবজাতির সামনে এক নতুন মডেলে পরিণত হবে। এখন থেকে প্রতিটি দিন; প্রতিটি নীতি এবং প্রতিটি পদক্ষেপ হোক সেই পরম লক্ষ্যের অভিমুখে।

**তমলুক ;পূর্ব মেদিনীপুর**
**মোবাইল নাম্বার ৬২৯৫৫৩৩১০৭**

# সিপিএম বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে কথাবার্তায় অদিতি চট্টোপাধ্যায়

বিগত কয়েক বছর পর চলতি বিধানসভায় ডোমকল আসন থেকে সিপিআইএম জয়লাভ করেছে। কী ভাবে দেখবেন এই জয়লাভের বিষয়টি ?

ডোমকল বামপন্থীদের ঘাঁটি ছিল, ১৯৭৭ সাল থেকে টানা বামপন্থীরা এই সিট জিতেছিল। মাঝে পাঁচ বছর এনআরসির জন্য ২১ সালে এই সিট হেরেছিলাম। আবার ডোমকলের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝেছেন, ডোমকলে বামপন্থীদের জেতালে ডোমকলের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। সেই কারণেই মানুষ নির্বাচিত করেছেন।

২০১১ সাল থেকে সিপিএমের রক্তক্ষরণ এক প্রকার হয়েই চলেছে। কোথায় খামতি থেকে যাচ্ছে দলের মধ্যে বলে আপনার মনে হয় ?

দলের অভ্যন্তরে ঘাটতি থাকছে, সেটা পার্টি সংগঠন বিচার-বিশ্লেষণ করছেন। মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ রক্ষা করার ক্ষেত্রে ঘাটতি ছিল। মানুষের কাছে আমাদের কথা পৌঁছানো যায়নি বা মানুষ আমাদের কথাকে বিকল্প হিসেবে ভাবেনি।

রাজ্যে ক্ষমতায় বিজেপি সরকার হলেও যেহেতু আপনি ডোমকল এলাকার বিধায়ক সেহেতু মানুষের প্রত্যাশা থেকে যায়। আপনারও সাধারণ মানুষের প্রতি দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে যেহেতু আপনিও সাধারণ মানুষের ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছেন। কী পরিকল্পনা রয়েছে আপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে ?

ডোমকলে যা উন্নয়ন হয়েছিল তা আনিসুর রহমানের হাত ধরেই হয়েছিল। পনেরো বছরের বিগত সরকারের আমলে কোনও কাজই হয়নি। মানুষের চাহিদা অনুযায়ী, ধাপে ধাপে কাজ করতে হবে। আমি আমার ১০০ শতাংশ চেষ্টা করব কাজের মাধ্যমে দেবার।

পাঁচ বছর হাতে সময় পেয়েছেন। ডোমকল এলাকার মানুষের উন্নয়নের জন্য কতটা বিধানসভায় সরব হবেন ? মানুষের জন্য বিধানসভায় সরব হওয়াটাই তো আমার কাজ। ডোমকল ছাড়াও গোটা রাজ্যের মানুষের হয়েই সিপিএমের একমাত্র বিধায়ক হিসেবে আমাকে বলতে হবে। গোটা রাজ্যের বামপন্থী মানুষ ও কমরেডদের একটা প্রত্যাশা তো থাকেই।

রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি সরকার। আপনি সিপিএমের একমাত্র বিধায়ক। সেক্ষেত্রে উন্নয়ন করতে গিয়ে বিজেপি সরকার কে কতটা বোঝাতে হবে বলে আপনার মনে হয় ?

লড়াইটা কঠিন হলেও আমার আশা, আমি পারবো। ডোমকলের মানুষ রাজ্যের বাইরে নয়, ডোমকলের ডেভেলপমেন্ট মানেই গোটা রাজ্যের ডেভেলপমেন্ট।

এ বছরের ভোটে কী মেরুকরণ কাজ করেছে ? কী মনে হয় আপনার ? ভোট কী কোথাও হিন্দু-মুসলিমে ভাগ হয়েছে ? পাশের বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার কি কোথাও হিন্দু সমাজকে একজোট করেছে। কী বলবেন ? মেরুকরণের থেকেও তৃণমূলকে হারানোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এ বছর প্রায়োরিটি ধরে নিয়েছিল। যে যেখানে জিততে পারবে, সে সেখানে ভোট দিয়েছে। না, না ওইসব বিষয় খুব বেশি নির্বাচনে এবারে কাজ করছে বলে মনে হয় না। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাজ করেছে। তৃণমূলের দুর্নীতি থেকে বাঁচতে মানুষ বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যুক্ত জেলা। আপনি নিজে একজন সংখ্যালঘু মুখ। সেক্ষেত্রে আপনার কী কোথাও সুবিধা হয়নি ভোটে জিতে এমএলএ হতে ?

যেখানে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিজেপি জিতেছে। ডোমকল জিতবে আমরা সেই বিষয়ে প্রস্তুত ছিলাম।

শূন্য থেকে এ বছর সিপিএম খাতা খুলেছে। সেক্ষেত্রে আপনার জেতার মুহূর্তের অনুভূতি সম্পর্কে একটু বলুন। ভালো অনুভূতি, গোটা রাজ্যে একটা সিট। বেশ কয়েক বছর ধরে শূন্য শূন্য শুনতে হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা

হলেও তো সিট পেয়েছি। আর তো শূন্য শুনতে হবে না, এটা তো ভালো অনুভূতি।

আগামী দিনে পুরসভা ভোট আসন্ন। সেক্ষেত্রে কী আপনারা কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হবেন না এককভাবেই রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে লড়বেন ?

মুর্শিদাবাদে কোনও জোট হবে না।

এক দেশ এক ভোট নীতি কার্যকর হলে কতটা সুবিধা হবে বলে একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনার মনে হয় ?

এক দেশ এক ভোট যে নীতিটা বলছে বিজেপি, সেক্ষেত্রে আমাদের মতো দেশে গায়ের জোরে চাপিয়ে দেওয়া হবে। একটা সময় লোকসভা বিধানসভা ভোট একসঙ্গে হত। এত বড় দেশ, একসঙ্গে পঞ্চায়েত মিউনিসিপালিটি লোকসভা পর্যন্ত তার পরিকাঠামো কতটা তৈরি সেটা দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে এক দেশ এক ভোট বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন।

ট্রাইব্যুনালে যাদের নাম বাদ গিয়েছে তাদের অনেকে এখনও বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে। কী বলবেন ? এসআইআরের ভূমিকা এক্ষেত্রে ঠিক কতটা কার্যকর হয়েছে ?

খুবই বাজে হয়েছে। এত মানুষ এখনও অব্দি হয়রান হচ্ছে, দ্রুত সমাধান হওয়া দরকার। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যার ফলে তাড়াতাড়ি এর সমাধান হওয়া দরকার। রাজ্য সরকার এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দু জায়গাতেই যদি এক দল ক্ষমতায় থাকে, সেক্ষেত্রে সত্যিই কতটা কী সুবিধা হয় বলে আপনার মনে হয় ?

অন্য রাজ্যেও তো ডবল ইঞ্জিন সরকার রয়েছে সেক্ষেত্রে খুব বেশি সুবিধা হয়েছে বলে তো মনে হয় না। আসলে বিজেপি সরকার কর্পোরেটদের জন্য কাজ করছে, সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করছে না।

# স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা

শুভময় দাস

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতের একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, যিনি ১৮৯০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনেককে হিন্দুধর্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য পরিচিত। ১৮৯৩ সালের বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণগুলিতে তাঁর ধর্মবিশ্বাসের একটি সামগ্রিক চিত্র এবং বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে ঐক্যের আহ্বান তুলে ধরা হয়েছে।

**স্বামী বিবেকানন্দ**

স্বামী বিবেকানন্দ (১২ জানুয়ারি, ১৮৬৩ --- ৪ জুলাই, ১৯০২) কলকাতায় নরেন্দ্রনাথ দত্ত নামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় ঔপনিবেশিক মানদণ্ড অনুযায়ী তাঁর পরিবার সচ্ছল ছিল এবং তিনি প্রথাগত ব্রিটিশ রীতিতে শিক্ষা লাভ করেন। শৈশবে বা কৈশোরে দত্ত যে বিশেষভাবে ধার্মিক ছিলেন, তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, কিন্তু ১৮৮৪ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর দত্ত একজন প্রখ্যাত হিন্দু শিক্ষক রামকৃষ্ণের কাছে আধ্যাত্মিক পরামর্শ গ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণের প্রতি দত্তের ভক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তিনি সেই যুবকের আধ্যাত্মিক গুরু হয়ে ওঠেন। ১৮৮৬ সালে, দত্ত হিন্দু সন্ন্যাসী হিসেবে আনুষ্ঠানিক ব্রত গ্রহণ করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারণ করেন। দুই বছর পর, তিনি সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী জীবন বেছে নেন এবং ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। এই বছরগুলিতে, তিনি প্রত্যক্ষ করেন ভারতের সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণ কীভাবে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করে। বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে দরিদ্রদের উত্তরণ ঘটানোই তাঁর জীবনের ব্রত।

**বিশ্ব ধর্ম সংসদ**

বিশ্ব ধর্ম সংসদ ছিল বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী ৫,০০০-এরও বেশি ধর্মীয় কর্মকর্তা, পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিকদের একটি সমাবেশ। এটি ১৮৯৩ সালের ১১ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্লস কলম্বিয়ান এক্সপোজিশনের অংশ হিসেবে আয়োজিত হয়েছিল। এই সমাবেশটিকে আধুনিক ইতিহাসের প্রথম বৈশ্বিক আন্তঃধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

**স্বাগত ভাষণ থেকে উদ্ধৃতাংশ**

১১ই সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ সংসদে উদ্বোধনী ভাষণ দেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ, ‘আমেরিকার বোন ও ভাইয়েরা’, শুরু করার পরপরই এক মিনিটেরও বেশি সময় ধরে চলা দাঁড়িয়ে অভিবাদনের মাধ্যমে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়।

তাঁর ভাষণে বিবেকানন্দ ভগবদ্গীতা থেকে উদ্ধৃতি দেন এবং হিন্দুধর্মের বিশ্বাস ও সহনশীলতার বার্তা বর্ণনা করেন। তিনি বিশ্বের বিশ্বাসীদের ‘সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং তার ভয়াবহ বংশধর, ধর্মান্ধতার’ বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান। তারা পৃথিবীকে হিংসা দিয়ে পূর্ণ করেছে, বারবার মানুষের রক্তে সিক্ত করেছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং গোটা জাতিকে হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। এই ভয়ংকর দানবেরা না থাকলে মানব সমাজ এখনকার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত হতো। কিন্তু তাদের সময় এসে গেছে... দুই সপ্তাহ পর বিশ্ব ধর্মসভার সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় ভাষণ দেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করেন এবং ধর্মপ্রাণদের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একটি সম্মেলনে সমবেত হতে পারেন, তবে তাঁরা সারা বিশ্বজুড়ে সহাবস্থান করতে পারবেন।

**সমাপনী ভাষণ: শিকাগো, ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩**

বিশ্ব ধর্মসভা একটি বাস্তবায়িত ঘটনায় পরিণত হয়েছে, এবং করুণাময় পিতা যারা এটিকে বাস্তবে রূপ দিতে পরিশ্রম করেছেন তাদের সাহায্য করেছেন এবং তাদের এই নিঃস্বার্থ শ্রমকে সাফল্যে ভূষিত করেছেন।

আমার ধন্যবাদ সেই মহৎ আত্মাদের, যাঁদের বিশাল হৃদয় ও সত্যপ্রেম সর্বপ্রথম এই অপূর্ব স্বপ্ন দেখেছিল এবং পরে তা বাস্তবায়ন করেছিল। আমার ধন্যবাদ সেই উদার ভাবাবেগের বর্ষণকে যা এই মঞ্চকে প্লাবিত করেছে। আমার ধন্যবাদ এই জ্ঞানদীপ্ত শ্রোতাদের, আমার প্রতি তাঁদের অবিচল সৌজন্যের জন্য এবং ধর্মের সংঘাত নিরসনে সহায়ক প্রতিটি চিন্তার কদর করার জন্য। এই সম্প্রীতির মাঝে সময়ে সময়ে কিছু বেসুরো সুরও শোনা গিয়েছিল। তাঁদের প্রতি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা, কারণ তাঁদের সুস্পষ্ট বৈপরীত্যই সার্বিক সম্প্রীতিকে আরও মধুর করে তুলেছে।

ধর্মীয় ঐক্যের সাধারণ ভিত্তি নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমি এখনই আমার নিজের কোনো তত্ত্ব উপস্থাপন করতে যাচ্ছি না। কিন্তু এখানে যদি কেউ আশা করেন যে, কোনো একটি ধর্মের বিজয় এবং অন্যগুলোর বিনাশের মাধ্যমে এই ঐক্য আসবে, তবে তাকে আমি বলব, ‘ভাই, আপনার এই আশা অসম্ভব।’ আমি কি চাই যে খ্রিস্টানরা হিন্দু হয়ে যাক? ঈশ্বর না করুন। আমি কি চাই যে হিন্দু বা বৌদ্ধরা খ্রিস্টান হয়ে যাক? ঈশ্বর না করুন। বীজ মাটিতে পোঁতা হয় এবং তার চারপাশে মাটি, বাতাস ও জল রাখা হয়। বীজটি কি মাটি, বাতাস বা জলে পরিণত হয়? না। এটি একটি চারাগাছে পরিণত হয়। এটি তার নিজস্ব বৃদ্ধির নিয়ম অনুসারে বিকশিত হয়, বাতাস, মাটি ও জলকে আত্মসাৎ করে, সেগুলোকে উদ্ভিদ উপাদানে রূপান্তরিত করে এবং একটি গাছে পরিণত হয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম। একজন খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না, কিংবা একজন হিন্দু বা বৌদ্ধকেও খ্রিস্টান হতে হবে না। বরং প্রত্যেককেই অপরের ভাবধারা আত্মস্থ করতে হবে, একই সাথে নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখতে হবে এবং নিজস্ব বিকাশের নিয়ম অনুসারে বিকশিত হতে হবে।

ধর্মসভা যদি বিশ্বকে কিছু দেখিয়ে থাকে, তবে তা এই: এটি বিশ্বকে প্রমাণ করেছে যে পবিত্রতা, শুচিতা এবং করুণা বিশ্বের কোনো গির্জার একচেটিয়া সম্পত্তি নয় এবং প্রতিটি ধর্মব্যবস্থাই সর্বোচ্চ চরিত্রের মানুষ তৈরি করেছে। এই প্রমাণের মুখে, যদি কেউ তার নিজের ধর্মের একচেটিয়া অস্তিত্ব এবং অন্যগুলোর ধ্বংসের স্বপ্ন দেখে, তবে আমি তার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে করুণা বোধ করি এবং তাকে দেখিয়ে দিই যে, প্রতিরোধ সত্ত্বেও শীঘ্রই প্রতিটি ধর্মের পতাকায় লেখা হবে: ‘সাহায্য করো, যুদ্ধ নয়,’ ‘আত্মীকরণ করো, ধ্বংস নয়,’ ‘সম্প্রীতি ও শান্তি, বিভেদ নয়।’

**সম্মেলনের পর**

বিশ্ব ধর্মসভা শিকাগো বিশ্ব মেলার একটি পার্শ অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হতো, যা সেই প্রদর্শনী চলাকালীন অনুষ্ঠিত হওয়া কয়েক ডজন অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম ছিল। মূল বিশ্ব ধর্মসভার অন্যতম আকর্ষণ ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা এবং তিনি পরবর্তী দুই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনে বক্তৃতা সফরে কাটান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় ইসনের উদ্যোগে রথযাত্রা নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

# পশ্চিম এশিয়া সফরে জ্বালানি নিরাপত্তা ছিল অন্যতম আলোচ্য বিষয়: বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (আইএএনএস): বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের সাম্প্রতিক কাতার, কুয়েত, বাহরিন এবং ওমান সফরে জ্বালানি নিরাপত্তা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক (এমইএ)। মঙ্গলবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, উপসাগরীয় চার দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বাণিজ্য, জ্বালানি, বিনিয়োগ এবং পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

জয়সওয়াল বলেন, 'বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর উপসাগরীয় অঞ্চলের চারটি দেশকাতার, কুয়েত, বাহরিন ও ওমান সফর করেছেন। প্রতিটি দেশেই তিনি শীর্ষ নেতৃত্ব এবং তাঁর সমমর্যাদার বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বাণিজ্য, জ্বালানি, বিনিয়োগ-সহ বিভিন্ন পারস্পরিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা অবশ্যই এই আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।'

জয়সওয়ালের এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন হরমুজ প্রণালী দিয়ে চলাচলকারী একটি জাহাজে ইরানের হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন করে সামরিক সংঘাতের জেরে পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা আরও বেড়েছে। এর ফলে কূটনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। হরমুজ প্রণালী পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহণ করিডর হিসেবে পরিচিত এই জলপথ দিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলির বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) ভারত-সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রফতানি করা হয়।

৫ থেকে ১০ জুলাই পর্যন্ত চার দেশ সফর করেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। ওমানে তিনি সে দেশের বিদেশমন্ত্রী সাইয়্যিদ বদর আলবুসাইদির সঙ্গে বৈঠক করে ভারত-ওমান কৌশলগত অংশীদারিত্বের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময় করেন। সাম্প্রতিক আঞ্চলিক উত্তেজনার সময় ভারতীয় নাবিকদের দ্রুত সহায়তা করার জন্য ওমানকে ধন্যবাদও জানান তিনি।

কুয়েতে সফরকালে যুবরাজ শেখ সাবাহ আল-খালেদ আল-হামাদ আল-মুবারক আল-সাবাহ, প্রধানমন্ত্রী শেখ আহমদ আবদুল্লাহ আল-আহমদ আল-সাবাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ আলি আবদুল্লাহ আল-সালেম আল-সাবাহ এবং বিদেশমন্ত্রী শেখ জারাহ জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহের সঙ্গে বৈঠক করেন জয়শঙ্কর। বৈঠকে ভারত-কুয়েত কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

বাহরিন সফরে জয়শঙ্কর রাজা হামাদ বিন ইসা আল খলিফা, যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সালমান বিন হামাদ আল খলিফা এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী শেখ খালিদ বিন আবদুল্লাহ আল খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন এবং বাহরিনে ভারতীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সে দেশের নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান। বাহরিনের বিদেশমন্ত্রী আব্দুললতিফ বিন রশিদ আল জায়ানির সঙ্গে বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

কাতার সফরে বিদেশমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুলরহমান আল থানির সঙ্গে বৈঠকে জ্বালানি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধির বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়। পাশাপাশি, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক নানা বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাতারের ভূমিকাও প্রশংসা করেন এস. জয়শঙ্কর।

# ভারত ও প্রতিবেশী অঞ্চলে বিদেশি অপারেটিভদের উপস্থিতির একাধিক ঘটনা, নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (আইএএনএস): ভারত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদেশি নাগরিকদের সন্দেহজনক গতিবিধি এবং সম্ভাব্য সামরিক বা নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কার্যকলাপের একাধিক ঘটনার পর দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মত, সীমান্তে নজরদারি, গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান এবং বিদেশি নাগরিকদের যাচাই প্রক্রিয়া আরও জোরদার করা প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক ঘটনায়, ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা এবং নিজেকে মার্কিন নৌবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য বলে দাবি করা জর্ডন ব্রাউনকে চলতি মাসে উত্তরপ্রদেশের সোনৌলি সীমান্তে নেপালে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় ভ্রমণ নথি ছাড়াই আটক করে সীমা সুরক্ষা বল (এসএসবি)। তাঁর কাছ থেকে নগদ অর্থ, মোবাইল ফোন-সহ বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। যদিও নিজের পরিচয়ের দাবির পক্ষে তিনি কোনও নথি দেখাতে পারেননি। ঘটনার তদন্ত চলছে।এর আগে মার্চ মাসে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) মার্কিন নাগরিক ম্যাথিউ অ্যারন ভ্যানডাইক এবং ছয় ইউক্রেনীয় নাগরিককে কলকাতা, দিল্লি ও লখনউ বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করে। তদন্তকারীদের দাবি, ভ্যানডাইক সামরিক প্রশিক্ষণদাতা হিসেবে পরিচিত এবং তিনি 'সন্স অব লিবার্টি ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা, যা বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ এলাকায় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সামরিক প্রশিক্ষণ ও কৌশলগত পরামর্শ দিয়ে থাকে। তদন্তে অভিযোগ, ২০২৫ ও ২০২৬ সালে ভারতকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করে মায়ানমারের বিভিন্ন জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীর কাছে ড্রোন পৌঁছে দেওয়া এবং প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজে তাঁরা যুক্ত ছিলেন। উদ্ধার হওয়া ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে ড্রোন প্রশিক্ষণের ছবি ও ভিডিওও মিলেছে বলে তদন্তকারী সংস্থার দাবি।

এদিকে, গত বছরের ৩১ আগস্ট বাংলাদেশের ঢাকার একটি পাঁচতারা হোটেলে মার্কিন সেনাবাহিনীর এলিট ১ম স্পেশাল ফোর্সেস কমান্ড (এয়ারবোর্ন)-এর কর্মরত অফিসার টেরেন্স আরভেল জ্যাকসনের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাও নতুন করে আলোচনায় এসেছে। বাংলাদেশি সাপ্তাহিক উইকলি ব্লিটজ-এর এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, প্রথমে তাঁর মৃত্যুকে স্বাভাবিক বলে জানানো হলেও পরবর্তীতে তাঁর দেহ দ্রুত সরিয়ে নেওয়া, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র মার্কিন দূতাবাসের আধিকারিকদের হেফাজতে নেওয়া এবং বাংলাদেশে তাঁর কর্মকাণ্ড ঘিরে একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়, জ্যাকসন নিয়মিত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট ও লালমনিরহাট সফর করতেন, যা সীমান্তপথে পাচার ও জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য সংবেদনশীল এলাকা হিসেবে পরিচিত। তবে এই দাবিগুলির স্বাধীনভাবে কোনও সরকারি নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি।

নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘটনাগুলির মধ্যে সরাসরি কোনও যোগসূত্র এখনও প্রমাণিত না হলেও, এগুলি দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য সতর্কবার্তা। সীমান্ত নিরাপত্তা, গোয়েন্দা সহযোগিতা এবং সন্দেহজনক আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের উপর আরও কড়া নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে বলে তাঁদের মত।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মাসে একটি সাক্ষাৎকারে ভারতে নিযুক্ত ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার অভিযোগ করেছিলেন যে, হামাস-ঘনিষ্ঠ কার্যকলাপ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সক্রিয় রয়েছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের বাইরেও উগ্রপন্থী প্রভাব বিস্তারের আশঙ্কা বাড়াচ্ছে।

# সিবিএসই-র সংশোধিত তিন-ভাষা নীতি চ্যালেঞ্জ করে নতুন মামলায় নোটিস সুপ্রিম কোর্টের, জবাব চাইল কেন্দ্র-সিবিএসই-এনসিইআরটি-র কাছে

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (আইএএনএস): সিবিএসই-র সংশোধিত তিন-ভাষা নীতিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের হওয়া নতুন একগুচ্ছ আবেদনের ভিত্তিতে মঙ্গলবার কেন্দ্র, সিবিএসই এবং এনসিইআরটি-কে নোটিস জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ দুই সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে জবাব জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২৯ জুলাই।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি. মোহনার বেঞ্চ এই মামলার শুনানি করে। তবে এই মুহূর্তে সিবিএসই-র সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিগুলির উপর কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করা হয়নি। সিবিএসই-র পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্যা ভাটি আদালতকে জানান, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই জবাব দাখিল করা হবে।

আবেদনকারীরা সিবিএসই-র ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রম এবং ৯ এপ্রিল ও ৪ মে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলগুলিতে দুটি ভারতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের পছন্দের স্বাধীনতা এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী।

প্রবীণ আইনজীবী আনন্দ গ্রোভারের মাধ্যমে দায়ের হওয়া আবেদনে বলা হয়েছে, দিল্লি-এনসিআর-এর সিবিএসই অনুমোদিত বেসরকারি স্কুলে পড়া ষষ্ঠ শ্রেণির বহু ছাত্রছাত্রী এতদিন ইংরেজি, হিন্দি এবং একটি বিদেশি ভাষা পড়ত। কিন্তু শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার পর হঠাৎ বিদেশি ভাষার পাঠ বন্ধ করে সংস্কৃত পড়তে বাধ্য করা হয়েছে, যার ফলে পড়ুয়াদের মধ্যে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। আবেদনকারীদের দাবি, বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যক্রম নির্ধারণের ক্ষমতা শুধুমাত্র এনসিইআরটি-র। অথচ ২০২৬-২৭ সালের নতুন পাঠ্যক্রম এনসিইআরটি প্রণয়ন বা অনুমোদন করেনি। তাই এই পাঠ্যক্রম আইনসম্মত নয় এবং ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তা কার্যকর করা যায় না।

আবেদনে আরও বলা হয়েছে, শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার পরে হঠাৎ ভাষা-সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক। মাত্র সাত দিনের মধ্যে নতুন পাঠ্যক্রম কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে বিদেশি ভাষার পাঠ কার্যত রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আবেদনকারীরা প্রশ্ন তুলেছেন, পর্যাপ্ত পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাসামগ্রী ছাড়াই কীভাবে এই নতুন ভাষা কাঠামো কার্যকর করা সম্ভব। তাঁদের দাবি, এনসিইআরটি এখনও নতুন সিলেবাস ও পাঠ্যবই তৈরির প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই নীতি সংবিধানের ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘন করছে। এছাড়া, ইংরেজিকে "ভারতীয় ভাষা নয়" হিসেবে বিবেচনা করাও অযৌক্তিক, কারণ সরকারি ভাষা আইন, ১৯৬৩ অনুযায়ী ইংরেজি কেন্দ্রের অন্যতম সরকারি ভাষা। ইংরেজিকে ফরাসি, জার্মান বা স্প্যানিশের মতো বিদেশি ভাষার সঙ্গে একই শ্রেণিতে ফেলা যুক্তিসঙ্গত নয় বলেও দাবি করা হয়েছে। আবেদনকারীদের মতে, এই নীতির ফলে সিবিএসই স্কুলের মধ্যবিত্ত পরিবারের পড়ুয়ারা বিদেশি ভাষা শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, যেখানে ব্যয়বহুল আন্তর্জাতিক বোর্ডের স্কুলে সেই সুযোগ বহাল থাকবে।

## সঠিক জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে জলমগ্ন পশ্চিম জোলাইবাড়ী শিল্পী পাড়া, দুর্ভোগে স্থানীয় বাসিন্দারা

আগরতলা, ১৪ জুলাই: সঠিক জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাবে সামান্য বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে পশ্চিম জোলাইবাড়ী শিল্পী পাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা। এর ফলে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিলোনিয়া-জোলাইবাড়ী নতুন রাস্তা নির্মাণের সময় পর্যাপ্ত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না করায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জল জমে রাস্তা ও বসতবাড়ির আশপাশে জলাবদ্ধতার পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় অনেকের ঘরবাড়িও ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া এবং জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত সামাজিক মাধ্যমে উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরলেও বাস্তবে এলাকার চিত্র ভিন্ন। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রকে মডেল বিধানসভা হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলা হলেও, বর্তমানে এলাকার মানুষ জলাবদ্ধতার সমস্যায় ভুগছেন বলে অভিযোগ।

বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, এই জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও বাজারে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিদিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানকে বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি তাদের।

সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

## কাঁঠালিয়ায় ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১৪ জুলাই: কাঁঠালিয়া ব্লকের ধনপুর নিউ মোটরস্ট্যান্ডে আজ কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু হয়েছে। আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হবে। কৃষকদের কাছ থেকে ১ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রতি কুইন্টাল ধান ২,৩৬৯ টাকা দরে কেনা হচ্ছে। আজ ধান ক্রয় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, কাঁঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন মিঠু রাণী দাস, ডিসিএম চন্দনা উরাং, কাঁঠালিয়া কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের কৃষি তত্ত্বাবধায়ক রিপন সরকার প্রমুখ।

## আগামী ২২ শে জুলাই শুরু হচ্ছে বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে তৃতীয় বার্ষিক প্রাইজমানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ জুলাই: বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হতে চলছে তৃতীয় বার্ষিক প্রাইজমানি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট ।আগামী ২২ শে জুলাই এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে, এখন পর্যন্ত সতেরটি ফুটবল টিম রেজিস্ট্রেশন করে,অন্যান্য টিম যোগাযোগ করছে মোট চব্বিশ টিম নিয়ে এই টুর্নামেন্ট শুরু করার আশা প্রকাশ করে, চ্যাম্পিয়ন্স দলকে দু লক্ষ টাকা ও রানার্স দলকে দেড় লক্ষ টাকা প্রাইজমানি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানান ক্লাবের সভাপতি নেপাল সেন। সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের প্রেক্ষা গৃহে সোমবার বিকেল সাড়ে চারটায়, সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ওরিয়েন্টাল ক্লাবের সভাপতি নেপাল সেন,সহ সভাপতি বিধান বৈদ্য,টুর্নামেন্টের কনভেনার গুপি দেব রায় সহ কনভেনার পার্থ চৌধুরী,টুর্নামেন্ট প্রচার কমিটির কনভেনার সমীর কান্তি দেবনাথ সহ উপস্থিত ক্লাব সদস্য ।টুর্নামেন্টের কনভেনার বলেন গত বছর মতো এবারও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের, ফুটবল প্রেমী,সকল বিলোনীয়া বাসীদের কাছে টুর্নামেন্ট পরিচালনায় সকলের সাহায্য সহযোগিতার কামনা করেন।

# ছয় জেলের মৃত্যুর জন্য নাইডু সরকারকে দায়ী করলেন জগন, পরিবারপিছু ১ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি

বিশাখাপত্তনম, ১৪ জুলাই (আইএএনএস): অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির সভাপতি ওয়াই.এস. জগন মোহন রেড্ডি ছয় জেলের মৃত্যুর জন্য মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডুর নেতৃত্বাধীন জোট সরকারকে সরাসরি দায়ী করে মৃতদের পরিবারপিছু ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার বিশাখাপত্তনমে মৃত জেলেদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এবং দুর্ঘটনার একমাত্র জীবিত উদ্ধার হওয়া জেলে চিন্নার সঙ্গে কথা বলার পর জগন মোহন রেড্ডি সাংবাদিকদের বলেন, মাছ ধরতে যাওয়া সাত জেলেকে নিয়ে নৌকাটি গঙ্গাভরম বন্দরের মাত্র ১০ মাইল দূরে ডুবে যায়। কিন্তু পরিবারের সদস্যরা বারবার জেলা শাসক (কলেক্টর) ও অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে সাহায্য চাইলেও কোনও সাড়া মেলেনি।

তিনি জানান, নৌকাডুবির পর চিন্না সাঁতরে প্রাণ বাঁচিয়ে একটি চীনা জাহাজের সাহায্যে উদ্ধার হন। পরিবারের সদস্যরা বারবার ফোন এবং এসওএস বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সময়মতো উদ্ধার অভিযান শুরু হলে অন্য জেলেদেরও বাঁচানো সম্ভব ছিল বলে তাঁর দাবি। জগন মোহন রেড্ডি বলেন, এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় সরকারের। তাই মৃত ছয় জেলের প্রত্যেক পরিবারের হাতে ১ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার যদি এই ক্ষতিপূরণ না দেয়, তাহলে ভবিষ্যতে ওয়াইএসআর কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরলে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কলেক্টর ও পুলিশের কাছে সাহায্যের আবেদন পৌঁছেছিল। বিশাখাপত্তনমে কোস্ট গার্ড এবং পূর্ব নৌসেনা কমান্ডের সদর দফতর থাকা সত্ত্বেও সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে আরও প্রাণহানি এড়ানো যেত।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে মৎস্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতরের কোনও মন্ত্রী এখনও পর্যন্ত মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেননি। পরিবর্তে পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেই সরকার দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করেছে।

জগন মোহন রেড্ডি দাবি করেন, তাঁদের সরকারের আমলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আটক ভারতীয় জেলেদের মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয় করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের উদাসীনতা এই ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সরকার একটি তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে, যারা জানিয়েছে ৫ জুলাই ভোর ৫টায় দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। অথচ মৃত জেলেদের পরিবারের ফোন রেকর্ড ও বার্তা থেকে জানা যায়, ৪ জুলাই রাতেই এসওএস পাঠানো হয়েছিল। এদিকে, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের বিশাখাপত্তনম জেলা সভাপতি কে.কে. রাজু জানান, জগন মোহন রেড্ডি মৃত ছয় জেলের প্রত্যেক পরিবারের জন্য ৭ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা এবং একমাত্র জীবিত উদ্ধার হওয়া চিন্নাকেও ৭ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন।

# অন্ধ্রপ্রদেশ ও হরিয়ানায় বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের সূচি বদল, ৩ অক্টোবর প্রকাশ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (আইএএনএস): অন্ধ্রপ্রদেশ ও হরিয়ানায় বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর)-এর সংশোধিত সূচি ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। নতুন সূচি অনুযায়ী, দুই রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ৩ অক্টোবর।

নির্বাচন কমিশনের সংশোধিত সূচি অনুযায়ী, উভয় রাজ্যের জন্য যোগ্যতার নির্ধারিত তারিখ হবে ১ জুলাই। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৩১ জুলাই।

নির্বাচন কমিশনের আন্ডার সেক্রেটারি সন্দীপ কুমারের পক্ষ থেকে দুই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের (সিইও) পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) বাড়ি-বাড়ি সমীক্ষা ১ জুন থেকে ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এছাড়া, ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির যৌক্তিক পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের কাজও ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ করা হবে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ৩১ জুলাই থেকে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত ভোটার তালিকা নিয়ে দাবি ও আপত্তি জানানো যাবে। দাবি ও আপত্তির নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলবে ৩১ জুলাই থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

এরপর ৩ অক্টোবর প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা।

দুই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো চিঠিতে কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, সংশোধিত সূচির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব আধিকারিককে অবহিত করতে হবে এবং সমস্ত উপলব্ধ প্রচারমাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলিকেও লিখিতভাবে এই পরিবর্তিত সূচির বিষয়ে জানাতে হবে।

এর আগে নির্বাচন কমিশন নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছিল, আগের বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া বিদ্যমান ভোটারদের ভোটার তালিকায় নাম বজায় রাখতে হলে তাঁদের বাবা-মায়ের সমীক্ষার (এসআইআর) বিবরণ সংযুক্ত করতে হবে।

একইভাবে, নতুন ভোটার হিসেবে ফর্ম-৬ জমা দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চাওয়া আবেদনকারীদেরও তাঁদের বাবা-মায়ের এসআইআর-সংক্রান্ত তথ্য জমা দিতে হবে। কমিশনের দাবি, বিহারের বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়াতেও একই ধরনের ঘোষণাপত্র ব্যবহৃত হয়েছিল, যার ফলে নতুন ভোটারদের নথিপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ হয়েছিল।

# চারা কেলেঙ্কারি: লালু প্রসাদের সাজা স্থগিতের নির্দেশ বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট, সিবিআইয়ের আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (আইএএনএস): দেওঘর চারা কেলেঙ্কারি মামলায় আরজেডি প্রধান তথা বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের সাজা স্থগিত রাখার ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার সিবিআইয়ের দায়ের করা জামিন বাতিলের আবেদন খারিজ করে শীর্ষ আদালত জানায়, হাইকোর্টের ওই নির্দেশের পর সাত বছর কেটে গিয়েছে, তাই এখন সেই আদেশে হস্তক্ষেপের কোনও কারণ নেই।

বিচারপতি এম.এম. সুন্দরেশ এবং বিচারপতি পি.বি. ভারালের বেঞ্চ একই সঙ্গে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টকে লালু প্রসাদের বিচারাধীন ফৌজদারি আপিলের শুনানি দ্রুত শেষ করার অনুরোধ জানিয়ে বলেছে, সম্ভব হলে আগামী ছয় মাসের মধ্যে মামলার নিষ্পত্তি করা হোক।

আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, 'আমরা সংশ্লিষ্ট আদেশে হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নই। আপিলটি ২০১৮ সালের। তাই হাইকোর্টকে যত দ্রুত সম্ভব, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগামী ছয় মাসের মধ্যে শুনানি শেষ করার অনুরোধ জানানোই উপযুক্ত হবে।'

সিবিআইয়ের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এস.ভি. রাজু যুক্তি দেন, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট ভুলভাবে ধরে নিয়েছিল যে লালু প্রসাদ তাঁর মোট সাজাভোগের ৫০ শতাংশ সম্পন্ন করেছেন। সেই ভুল ধারণার ভিত্তিতেই তাঁর সাজা স্থগিত করা হয়েছে। তিনি আরও দাবি করেন, এর আগে সাজা স্থগিতের আবেদনগুলি খারিজ হলেও হাইকোর্ট পরে সাজাগুলিকে একসঙ্গে বিবেচনা করে ভুলভাবে স্বস্তি দিয়েছে। অন্যদিকে, লালু প্রসাদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল সিবিআইয়ের আবেদনের বিরোধিতা করে বলেন, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেই এক অভিন্ন মানদণ্ড অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে বিচারাধীন আপিলগুলির অগ্রগতি সম্পর্কেও জানতে চায়। সিবিআই বিলম্বের জন্য অভিযুক্তদের দায়ী করলেও, শীর্ষ আদালত উল্লেখ করে যে আপিলগুলি ২০১৮ সাল থেকে বিচারাধীন রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে সাজা স্থগিতের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করতে আদালত রাজি নয়।

এছাড়াও, লালু প্রসাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল এবং সিবিআইয়ের দায়ের করা সাজা বৃদ্ধির আবেদনদুটিরই দ্রুত শুনানির নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে অবিভক্ত বিহারের পশুপালন দফতর থেকে প্রায় ৯৫০ কোটি টাকা ভুয়োভাবে তোলার অভিযোগে চারা কেলেঙ্কারি মামলা দায়ের হয়। সেই সময় লালু প্রসাদ যাদব বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং পশুপালন দফতরের দায়িত্বও তাঁর কাছেই ছিল। বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত দেওঘর, দুমকা এবং চাইবাসা ট্রেজারি থেকে অর্থ তছরুপের একাধিক মামলায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

মঙ্গলবার আগরতলায় মন্ত্রি সুধাংশু দাসের নেতৃত্বে ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে একদিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 14-07-2026, 23:53

# হরেকরকম   হরেকরকম   হরেকরকম

## ডায়েটে বাড়ছে ‘কমল কাঁকড়ি’র কদর

শুধু রোগা দেখানোর জন্য নয়, সুস্থ থাকার অন্যতম শর্তও হল ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা। তাই নিয়মিত শরীরচর্চার পাশাপাশি এখন অনেকেই পুষ্টিকর অথচ কম ক্যালোরির খাবার খোঁজেন। এতদিন সেই তালিকায় মাখানার নামই বেশি শোনা যেত। তবে পুষ্টিবিদদের মতে, এবার সেই তালিকায় দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে পদ্মের ডাঁটি বা ‘কমল কাঁকড়ি’। বাজারে এখন প্যাকেটজাত অবস্থাতেও মিলছে এই সবজি, আর স্বাস্থ্যসচেতনদের রান্নাঘরেও বাড়ছে তার ব্যবহার।

পদ্মের ডাঁটি ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজে সমৃদ্ধ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ওজন কমানোর ডায়েটে এমন খাবারেরই প্রয়োজন, যা কম ক্যালোরি দিয়েও দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে এবং শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টির জোগান দেয়। সেই দিক থেকে পদ্মের ডাঁটি কার্যকর বিকল্প হতে পারে।

এই সবজির সবচেয়ে বড় গুণ হল এর উচ্চমাত্রার ফাইবার। ফাইবার দীর্ঘক্ষণ ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে, হজমশক্তি উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও কমায়। ফলে বারবার খাওয়ার প্রবণতা কমে, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

ক্যালোরির দিক থেকেও এটি যথেষ্ট হালকা। প্রতি ১০০ গ্রাম পদ্মের ডাঁটিতে মাত্র ৭০ থেকে ৭৪ কিলোক্যালোরি শক্তি থাকে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ক্যালোরির চাপ না বাড়িয়েই শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়। পুষ্টিগুণের দিক থেকেও পদ্মের ডাঁটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এতে রয়েছে ভিটামিন সি, পটাশিয়াম, আয়রন এবং অল্প পরিমাণ প্রোটিন। ভিটামিন সি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, পটাশিয়াম শরীরের ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং আয়রন রক্তের স্বাভাবিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের জন্যও এটি উপকারী হতে পারে। ফাইবারসমৃদ্ধ হওয়ায় পদ্মের ডাঁটি রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়তে দেয় না। ফলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরিমিত পরিমাণে এটি খাদ্যতালিকায় রাখা যেতে পারে। রান্নার ক্ষেত্রেও রয়েছে একাধিক বিকল্প। অল্প ভাপিয়ে এয়ার ফ্রায়ারে সামান্য তেল, নুন ও গোলমরিচ দিয়ে মুচমুচে স্ন্যাকস বানানো যায়। আবার রসুন, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা ও সামান্য অলিভ অয়েলে স্টার ফ্রাই করলেও স্বাদ বাড়ে। অন্যদিকে, দই, মৌরি, হিং, জিরে ও এলাচের সুবাসে তৈরি ইয়াখনি-ধাঁচের ঝোলও হতে পারে পুষ্টিকর ও হালকা একটি পদ।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, কোনও একটি খাবারই একা ওজন কমাতে পারে না। তবে সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের সঙ্গে পদ্মের ডাঁটির মতো কম ক্যালোরি, উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার যোগ করলে ওজন নিয়ন্ত্রণের পথ অনেকটাই সহজ হতে পারে।

## ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ছাড়া কিভাবে বানাবেন রুমালি রুটি

রেস্তোরাঁয় গিয়ে গরম গরম কাবাব কিংবা কড়াই মাংসের সঙ্গে নরম ও পাতলা রুমালি রুটি খেতে আমরা সকলেই পছন্দ করি। কিন্তু বাড়িতে এই রুটি বানাতে গিয়ে অনেকেই সংশয়ে ভোগেন যে এটি রেস্তোরাঁর মতো পাতলা হবে কি না। তবে হাওয়ায় ঘুরিয়ে রুটি তৈরি করার পারদর্শিতা না থাকলেও কয়েকটি সহজ কৌশল মেনে চললে বাড়িতেই একদম তুলতুলে রুমালি রুটি বানিয়ে ফেলা সম্ভব।

একটি নিখুঁত ও নরম রুমালি রুটি তৈরির প্রথম প্রধান ধাপ হল সঠিক উপকরণ ও পরিমাপ বেছে নেওয়া। এর জন্য খুব বেশি জিনিসের প্রয়োজন হয় না, রান্নাঘরে থাকা সামান্য কিছু উপকরণ দিয়েই এটি তৈরি করা সম্ভব। আপনার প্রয়োজন মতন এক কাপ আটা, এক কাপ ময়দা, আধ চা চামচ নুন এবং মণ্ড তৈরি করার জন্য পরিমাণমতো হালকা গরম বা ঈষদুষ্ণ জল। রুমালি রুটি কতটা নরম হবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আটা ও ময়দা মাখার বিশেষ কৌশলের ওপর। প্রথমে একটি বড় পাত্রে আটা, ময়দা এবং নুন খুব ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে।

এরপর অল্প অল্প করে হালকা গরম জল দিয়ে আটা-ময়দার মিশ্রণটিকে ঠেসে মেখে একটি নরম ও বেশ আঠালো মণ্ড তৈরি করে নিতে হবে। মণ্ড তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সেটিকে একটি পরিষ্কার ও হালকা ভেজা কাপড় দিয়ে ভালো করে চাপা দিয়ে রাখতে হবে। রুমালি রুটি তুলতুলে করার আসল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে একে দীর্ঘক্ষণ বিশ্রাম দেওয়ার মধ্যে। কমপক্ষে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা মণ্ডটি ঢাকা দিয়ে রাখলে ময়দার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়, যা রুটি পাতলা করতে সাহায্য করে। নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর মণ্ডটি থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিতে হবে এবং সেগুলিকেও কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। এরপর রুটি বেলার সময়ে সাধারণ রুটির মতো মোটা না করে, একদম পাতলা করে বেলতে হবে। বেলার সুবিধার্থে মাঝেমধ্যে সামান্য শুকনো আটা বা ময়দা ছড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন রুটি ছিঁড়ে না যায়। বাড়িতে রুমালি রুটি সেঁকার জন্য লোহার কড়াই ব্যবহার করা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। রুটি বেলার সময়েই গ্যাসের ওপর একটি কড়াই সম্পূর্ণ উল্টো করে বসিয়ে আঁচ বাড়িয়ে দিতে হবে। উল্টানো কড়াইয়ের উপরিভাগ যখন বেশ ভালো রকম উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, তখনই সেঁকার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবেন। কড়াই ভালোমতো গরম হলে বেলে রাখা পাতলা রুটিটি সাবধানে উল্টানো কড়াইয়ের পিঠে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই রুটি সেঁকতে একদমই বেশি সময় লাগে না, মাত্র ১০ থেকে ১২ সেকেন্ডের মধ্যেই রুটিটি উল্টে দিতে হবে। রুটির দু’দিকে যখন হালকা ছোট ছোট বাদামি দাগ ধরতে শুরু করবে, তখনই কড়াই থেকে সেটি নামিয়ে নিতে হবে। কড়াই থেকে রুটি নামানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেটিকে একটি পরিষ্কার শুকনো কাপড়ে ভালো করে মুড়ে রাখতে হবে, যাতে ভেতরের আর্দ্রতা বজায় থাকে। এই কৌশলে রুটি দীর্ঘক্ষণ নরম ও খাওয়ার উপযোগী থাকে। এরপর চার ভাঁজ করে গরম গরম কবাব কিংবা তন্দুরি পদের সঙ্গে পরিবেশন করুন কাগজের মতো পাতলা রুমালি রুটি।

## খালি পেটে রোজ ঢ্যাঁড়শ খেলে ওষুধ থেকে দূরে থাকবেন

রান্নাঘরে ঢ্যাঁড়শ পরিচিত একটি সবজি। ভাজা, চচ্চড়ি কিংবা ডালের পাতে ঢ্যাঁড়শের কদর বরাবরই রয়েছে। তবে জানেন কি, ঢ্যাঁড়শ শুধু খেতেই সুস্বাদু নয়, এর ঔষধি গুণও অপরিসীম। বিশেষ করে, সকালবেলা খালি পেটে ঢ্যাঁড়শ ভেজানো জল খাওয়ার অভ্যাস শরীরকে নানা মারণ রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। আজকাল পুষ্টিবিদ এবং চিকিৎসকেরাও সুস্থ থাকতে এই প্রাকৃতিক ‘ডিটক্স ড্রিংক’ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

পুষ্টিগুণে ভরপুর ঢ্যাঁড়শের জল আমাদের স্বাস্থ্যের কী কী উপকারে আসে?

১. ডায়াবেটিস বা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে অব্যর্থ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ঢ্যাঁড়শের জল এক অলৌকিক ওষুধের মতো কাজ করে। ঢ্যাঁড়শের মধ্যে রয়েছে ‘মাইরিসেটিন’ নামক উপাদান, যা রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া এর আঠালো ফাইবার বা আঁশ খাবার হজম হওয়ার প্রক্রিয়াকে ধীরগতির করে, যার ফলে রক্তে হঠাৎ করে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায় না। নিয়মিত খালি পেটে এই জল খেলে ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ে।

২. হৃদযন্ত্র ভালো রাখে ও কোলেস্টেরল কমায় রক্তে উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা থাকলে হৃদরোগের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। ঢ্যাঁড়শে থাকা ‘পেকটিন’ নামক এক ধরণের দ্রবণীয় ফাইবার শরীরের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল শোষণ করে তা মলত্যাগের মাধ্যমে শরীর থেকে বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে ধমনীতে চর্বি জমতে পারে না এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে। ৩. কোষ্ঠকাঠিন্য ও হজমের সমস্যা দূর করে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস বা অম্বলের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁদের জন্য ঢ্যাঁড়শের জল দারুণ উপকারী। এর ভেতরের পিচ্ছিল বা আঠালো উপাদানটি কোলন বা অন্ত্রের লুব্রিকেশন বাড়ায়। ফলে বাউল মুভমেন্ট পরিষ্কার হয় এবং পেট ফাঁপার মতো সমস্যা থেকে দ্রুত মুক্তি মেলে। ৪. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তি বাড়ায় ঢ্যাঁড়শ ভিটামিন সি এবং শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এটি শরীরের ইমিউনিটি সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে এতটাই শক্তিশালী করে তোলে যে মরশুমি সর্দি-কাশি বা ইনফেকশন সহজে ছুঁতে পারে না। পাশাপাশি, এতে থাকা ভিটামিন এ এবং বিটা-ক্যারোটিন চোখের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে। ৫. ওজন কমাতেও সহায়ক যাঁরা মেদ ঝরানোর ডায়েট করছেন, তাঁরা সকালের তালিকায় এই জল রাখতে পারেন। ঢ্যাঁড়শের জলে ক্যালোরির মাত্রা নামমাত্র, কিন্তু এটি খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে। ফলে অসময়ে জাঙ্ক ফুড খাওয়ার প্রবণতা কমে এবং ওজন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। কীভাবে তৈরি করবেন ঢ্যাঁড়শের জল? মাঝারি আকারের ৩-৪টি তাজা ঢ্যাঁড়শ ভালো করে ধুয়ে নিন। এবার ঢ্যাঁড়শগুলোর দু’দিকের বোঁটা কেটে বাদ দিয়ে মাঝখান থেকে লম্বালম্বিভাবে চিরে বা ছোট টুকরো করে কেটে নিন। এক গ্লাস পরিষ্কার পানীয় জলে এই টুকরোগুলো সারারাত (কমপক্ষে ৮-১০ ঘণ্টা) ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন সকালে ঢ্যাঁড়শের টুকরোগুলো জলের মধ্যেই হালকা চিপে ছাকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। তৈরি আপনার স্বাস্থ্যকর ঢ্যাঁড়শের জল। প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এই জল পান করলে এক সপ্তাহের মধ্যেই শরীরে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবেন। তবে আপনার যদি ক্রনিক কিডনির সমস্যা থাকে (যেহেতু ঢ্যাঁড়শে পটাসিয়াম ও অক্সালেট বেশি থাকে), তবে এই জল খাওয়ার আগে অবশ্যই একবার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

## গামছা নাকি তোয়ালে ত্বকের জন্য কোনটা ভালো

স্নান শেষে শরীর ও মুখ মোছার জন্য যুগ যুগ ধরে বাঙালি সংস্কৃতিতে জড়িয়ে রয়েছে লাল-নীল চেক কাটা সুতির গামছা। তবে আধুনিক জীবনযাত্রায় এবং নগরায়ণের ছোঁয়ায় সেই জায়গা অনেকটাই দখল করে নিয়েছে বিলাসবহুল, নরম তুলতুলে তোয়ালে বা বাথ টাওয়েল। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্য ঠিক কোনটা বেশি উপকারী? ঐতিহ্যবাহী গামছা, নাকি আধুনিক তোয়ালে? সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক আর্দ্র আবহাওয়ায় ব্যবহৃত কাপড়ের হাইজিন বা পরিচ্ছন্নতা নিয়ে একটি গবেষণা চালান।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, তোয়ালে মূলত মোটা এবং ভারী ‘টেরি ক্লথ’ বা পলিয়েস্টার মিশ্রিত সুতো দিয়ে তৈরি হয়। এর বুনন ঘন হওয়ায় এটি প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ করতে পারে ঠিকই, কিন্তু সহজে শুকাতে চায় না। বাথরুমে বা ঘরের ভেতরের আর্দ্র পরিবেশে ভেজা তোয়ালে দীর্ঘক্ষণ থাকলে তাতে দ্রুত ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া এবং ফাঙ্গাস বংশবৃদ্ধি করে।

অন্যদিকে, দেশি গামছা তৈরি হয় শতভাগ খাঁটি সুতি সুতো দিয়ে। এর বুনন পাতলা ও হালকা হওয়ায় বাতাস সহজেই এর মধ্য দিয়ে চলাচল করতে পারে। ফলে ব্যবহারের পর গামছা অত্যন্ত দ্রুত শুকিয়ে যায়। গবেষণাগারে দেখা গিয়েছে, দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ার এই ক্ষমতার কারণে গামছায় ব্যাকটেরিয়া বা ক্ষতিকর জীবাণু বাসা বাঁধার সুযোগ তোয়ালের তুলনায় প্রায় ৬০ শতাংশ কম থাকে। আমাদের গায়ের ত্বক প্রতিনিয়ত মরা চামড়া বা ডেড স্কিন সেল ত্যাগ করে। স্নানের পর নরম তোয়ালে দিয়ে শরীর মুছলে ত্বক আরাম পায় ঠিকই, কিন্তু মরা চামড়া পুরোপুরি পরিষ্কার হয় না। অপরদিকে, গামছার বুননে যে হালকা খসখসে ভাব বা টেক্সচার থাকে, তা প্রাকৃতিকভাবে ত্বকের দুর্দান্ত ‘এক্সফোলিয়েটর’ হিসেবে কাজ করে। গামছা দিয়ে হালকা হাতে শরীর মুছলে ত্বকের উপরিভাগের মরা চামড়া এবং রোমকূপে জমে থাকা ময়লা সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়, যা রক্ত সঞ্চালন বাড়াতেও সাহায্য করে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, যাঁদের পিঠে, বুকে বা মুখে ঘন ঘন ব্রণ বা র‍্যাশ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, তাঁদের জন্য তোয়ালের চেয়ে গামছা অনেক বেশি নিরাপদ। দীর্ঘদিনের ব্যবহৃত এবং স্যাঁতসেঁতে তোয়ালে মুখে ছোঁয়ালে তোয়ালের ভেতরের ফাঙ্গাস ত্বকে স্থানান্তরিত হয়, যা ব্রণ ও ত্বকের অ্যালার্জি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। গামছা পাতলা হওয়ায় এটি প্রতিদিন ধুয়ে ফেলা এবং রোদে শুকানো অত্যন্ত সহজ, যা তোয়ালের ক্ষেত্রে রোজ রোজ সম্ভব হয় না।

মার্কিন গবেষকদের প্রকাশিত রিপোর্টে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আর্দ্র জলবায়ুর দেশগুলোতে যেখানে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে, সেখানে ভারী তোয়ালের চেয়ে পাতলা, দ্রুত শুকিয়ে যায় এমন সুতির কাপড় ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি হাইজেনিক। তোয়ালে আমাদের সাময়িক আরাম দিতে পারে, কিন্তু আমাদের আবহাওয়া এবং ত্বকের সামগ্রিক সুরক্ষার নিরিখে শতভাগ সুতির হালকা গামছাই শেষ পর্যন্ত জয়ী। তবে আপনি গামছা ব্যবহার করুন বা তোয়ালে বিশেষজ্ঞদের প্রধান পরামর্শ হল, সপ্তাহে অন্তত দু-তিনবার তা ভালো করে ধুয়ে কড়া রোদে শুকাতে হবে। কারণ, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিই কাপড়ের ভেতরের অদৃশ্য জীবাণু ধ্বংস করার সবচেয়ে বড় অস্ত্র।

## টানা ১০ দিন চিনি না খেলে শরীরে কী কী ঘটে

রোজকার খাবার থেকে মাত্র ১০ দিনের জন্য চিনি বাদ দিলে শরীরে দারুণ সব বদল আসে। বিবিসি থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, চিনি খাওয়া বন্ধ করলে শরীর শক্তি তৈরির নতুন পথ খোঁজে। প্রথম দিকে কিছুটা কষ্ট হলেও শরীরকে ভেতর থেকে সুস্থ রাখতে এই অভ্যাস দারুণ কাজ করে। চিনি খাওয়া বন্ধ করার পর রক্তে শর্করার মাত্রা খুব সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার কারণে শরীরে শক্তির যে আচমকা ওঠানামা হতো, তা একদম বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে শরীর ক্লান্তি কাটিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে এক টানা চনমনে ও সতেজ থাকে। মিষ্টি বা চিনি খাওয়ার তীব্র ইচ্ছে, যাকে আমরা “সুগার ক্রেভিং” বলি, তা নিমেষেই কমে যায়। শরীর যখন বাইরে থেকে বাড়তি চিনি পায় না, তখন সে নিজেই নিজেকে মানিয়ে নিতে শুরু করে। ফলে অসময়ে যখন-তখন উল্টোপাল্টা খাবার খাওয়ার ক্ষতিকর প্রবণতাও এক ধাক্কায় অনেকটা কমে যায়। টানা ১০ দিন চিনি থেকে দূরে থাকলে লিভার ও পেটের ভেতরের জমে থাকা চর্বি গলতে শুরু করে। ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণে থাকায় শরীর নিজের জমানো মেদকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে ওজন ঝরাতে সাহায্য করে। বিশেষ করে পেটের জেদি মেদ কমানোর জন্য এই পদ্ধতি ম্যাজিকের মতো কাজ করে। চিনির সঙ্গে আমাদের ত্বকের বয়সের একটা সরাসরি ও গভীর সংযোগ রয়েছে যা আমরা অনেকেই জানি না চিনি খাওয়া বন্ধ করলে রক্তের ক্ষতিকর উপাদান কমে যায় যা ত্বকের কোলাজেনকে একদম সুরক্ষিত রাখে। এর ফলে ব্রন-অ্যাকনে কমে যায় এবং ত্বক প্রাকৃতিকভাবে অনেক বেশি উজ্জ্বল ও সতেজ দেখায়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউনিটি এক ধাক্কায় বাড়িয়ে তুলতে চিনি না খাওয়া মোক্ষম ওষুধ। অতিরিক্ত চিনি শরীরে এক ধরনের ভেতরের প্রদাহ বা জ্বালাপোড়া তৈরি করে যা রোগব্যাধিকে ডেকে আনে। চিনিমুক্ত ১০ দিনেই সেই প্রদাহ কমে যায় এবং যেকোনও রোগের বিরুদ্ধে লড়ার শক্তি বাড়ে। বিবিসি-র বিভিন্ন তথ্য ও চিকিৎসকদের মতে, চিনি বর্জন করলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা আর মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা বহুগুণ বাড়ে। রক্তে সুগার লেভেল ঠিক থাকায় মেজাজ খিটখিটে হওয়া বা হুটহাট মন খারাপের মতো সমস্যাগুলো দূর হয়। একই সঙ্গে রাতের ঘুমও খুব গভীর ও চমৎকার হয়। ১০ দিনের এই ছোট সুগার ডিটক্স ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের মতো বড় ঝুঁকি থেকে বাঁচানোর প্রথম ধাপ। এটি ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়িয়ে শরীরকে ভেতর থেকে রোগমুক্ত করতে ও নতুন জীবন দিতে সাহায্য করে। তাই সুস্থ ও দীর্ঘায়ু জীবনের জন্য আজই ডায়েট থেকে চিনি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিন।

## রাতে বাচ্চার দাঁত কিড়মিড় করা মানেই হতে পারে অসুখ

শিশুর দাঁত কিড়মিড় করা বা ঘুমের ঘোরে আচমকা অদ্ভুত শব্দ করা কি আপনার রাতের ঘুম উড়িয়ে দিচ্ছে? মাঝরাতে সন্তানের কাছ থেকে আসা এই কিড়মিড় শব্দ শুনে অবচেতন মনেই বেশিরভাগ বাবা-মা ধরে নেন, বাচ্চার পেটে নির্ঘাত কৃমি হয়েছে! কিন্তু আপনার এই চিরাচরিত চেনা ধারণার আড়ালে লুকিয়ে নেই তো অন্য কোনও বড় অসুখ? চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে, যাকে অনেকেই কেবল পেটে কৃমি হওয়া ভেবে ঘরোয়া টোটকায় ভরসা রাখেন, তা আসলে ‘ব্রাক্সিজম’ নামের একটি জটিল সমস্যা হতে পারে। চিকিৎসক ডক্টর স্বদেশ মান্না সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, শিশুদের এই দাঁত কিড়মিড় করার পেছনে কেবল কৃমি নয়, বরং মানসিক চাপ থেকে শুরু করে শ্বাসকষ্টের মতো একাধিক গোপন শারীরিক ও মানসিক সমস্যার থাকতে পারে। ডাক্তারি পরিভাষায় ব্রাক্সিজম হলো ঘুমের মধ্যে বা জেগে থাকা অবস্থায় সম্পূর্ণ অবচেতনভাবে দাঁতে দাঁত ঘষা। বিভিন্ন চিকিৎসাবিজ্ঞান সংক্রান্ত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ৫ থেকে ৬ বছর বা তার কম বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রায় ১৫ থেকে ৪০ শতাংশই জীবনের কোনও না কোনও সময়ে এই সমস্যার মুখোমুখি হয়।

দাঁত ও চোয়ালের স্বাভাবিক বিকাশ: এই বয়সে শিশুদের চোয়াল ও দাঁতের গঠন অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। সেই নতুন শারীরিক বদলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে অনেক শিশু ঘুমের ঘোরে অজান্তেই দাঁত ঘষতে শুরু করে।

মানসিক চাপ ও আধুনিক জীবনযাত্রা: বর্তমান যুগে শিশুদের অতিরিক্ত ‘স্ক্রিন টাইম’ এবং পড়াশোনার তীব্র প্রতিযোগিতা বড়দের মতো ছোট ছোট বাচ্চাদের মনেও মারাত্মক স্ট্রেস তৈরি করছে। ডক্টর মান্না সতর্ক করে বলেন, “বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটাও একটা এস্কেপ রুট, মানে ওই দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচার একটা রাস্তা।” শ্বাসকষ্ট ও গলার সমস্যা: বাচ্চার এই যন্ত্রণাদায়ক অভ্যাসের পেছনে লুকিয়ে থাকতে পারে ‘অবস্ট্রাক্টিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া’ বা গলার ভেতরের গ্রন্থি ‘অ্যাডেনয়েড’-এর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, যার কারণে ঘুমের মধ্যে শিশুরা জোরে জোরে নাক ডাকে। কৃমি নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা: কৃমির সঙ্গে এর সম্পর্ক চিকিৎসাবিজ্ঞানের চোখে অত্যন্ত ক্ষীণ। ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে ডক্টর মান্না স্পষ্ট জানান, “দাঁত কিড়মিড়ি করা মানেই কৃমি --- এই কথাটা কিন্তু ঠিক নয়, এটা ক্লিয়ার করে জেনে রাখুন।”

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন? যদি বাচ্চার ব্রাক্সিজমের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যায় এবং নিচের লক্ষণগুলো প্রকাশ পায়, তবে বিষয়টিকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না: বাচ্চার দাঁতের এনামেল মারাত্মকভাবে ক্ষয় হতে শুরু করলে বা দাঁত ভেঙে গেলে। দাঁত অতিরিক্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়লে এবং সকালে উঠে বাচ্চা মাথা বা চোয়ালে ব্যথার কথা জানালে।

ঘুমের মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটলে এবং প্রতি রাতে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট বা নাক ডাকার সমস্যা থাকলে।

বাবা-মায়েদের কী কী করা উচিত?

স্ট্রেস ফ্রি পরিবেশ তৈরি: বাচ্চার ওপর পড়াশোনা বা প্রতিযোগিতার অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে তাদের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে দিতে হবে এবং পর্যাপ্ত কোয়ালিটি টাইম কাটাতে হবে। ডিজিটাল ডিটক্স ও সুস্থ ঘুম: রাতে ঘুমানোর অন্তত এক থেকে দেড় ঘণ্টা আগে মোবাইল বা টিভি পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। তার বদলে বই পড়া বা গল্প শুনিয়ে বাচ্চার মনকে শান্ত ও চাপমুক্ত রেখে ঘুমাতে পাঠাতে হবে।

মাউথ গার্ডের ব্যবহার: চোয়ালের অতিরিক্ত ক্ষতি এড়াতে অভিজ্ঞ ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিয়ে বাচ্চার জন্য বিশেষ ‘মাউথ গার্ড’ ব্যবহার করা যেতে পারে।

# এলবিএসএনএএ-তে প্রশিক্ষণ শুরু ত্রিপুরার ২৭ নবনিযুক্ত টিসিএস আধিকারিকের

আগরতলা, ১৪ জুলাই: ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো নবনিযুক্ত ২৭ জন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস (টিসিএস) আধিকারিকের জন্য উত্তরাখণ্ডের মুসৌরিতে অবস্থিত দেশের অন্যতম শীর্ষ প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ন্যাশনাল একাডেমি অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এলবিএসএনএএ)-এ ১০ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার উদ্যোগে চালু হওয়া এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য রাজ্যের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নবীন আধিকারিকদের জাতীয় পর্যায়ের সুশাসনের উৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করে তোলা।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলবিএসএনএএ-র অধিকর্তা তথা ত্রিপুরা ক্যাডারের জ্যেষ্ঠ আইএএস আধিকারিক শ্রীরাম তারানিকান্তি। তিনি নবনিযুক্ত আধিকারিকদের অভিনন্দন জানিয়ে সততা, স্বচ্ছতা, নিষ্ঠা ও মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একজন প্রশাসনিক আধিকারিকের দায়িত্ব শুধু প্রশাসনিক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে নৈতিক নেতৃত্ব, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা, সহমর্মিতা এবং জনকল্যাণে অটল অঙ্গীকারও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এলবিএসএনএএ-র উপ-অধিকর্তা দীপ জগদীপ প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, এই বিশেষভাবে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আধুনিক প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাঁদের সক্ষম করে তুলবে। যুগ্ম অধিকর্তা প্রিয়া মিশ্র প্রশিক্ষণসূচির বিস্তারিত তুলে ধরে জানান, এতে জননীতি, জেলা প্রশাসন, নৈতিকতা, নেতৃত্ব, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ মোকাবিলা, ডিজিটাল গভর্ন্যান্স, সুশাসন, কেস স্টাডি, ক্ষেত্রসমীক্ষা এবং জ্যেষ্ঠ প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মতো বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণরত আধিকারিকরা শ্রীরাম তারানিকান্তিকে ত্রিপুরার ঐতিহ্যের প্রতীক মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের একটি প্রতিকৃতি উপহার দেন। পাশাপাশি তাঁকে জিআই-স্বীকৃত মাতাবাড়ির পেড়া, ত্রিপুরার সুগন্ধি লেবু এবং সুবাসিত কালিকাসা চাল উপহার হিসেবে তুলে দেন, যা রাজ্যের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ও কৃষি ঐতিহ্যের প্রতিফলন বহন করে। প্রশিক্ষণার্থীরা এই কর্মসূচিকে দেশের সেরা প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে শেখার এক বিরল সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে এই উদ্যোগের জন্য ত্রিপুরা সরকার ও এলবিএসএনএএ কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁরা অঙ্গীকার করেন, প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও মূল্যবোধ কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরার মানুষের জন্য দক্ষ, স্বচ্ছ ও জনমুখী প্রশাসন গড়ে তুলবেন।

# রথযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ জিও মন্দিরে জোর প্রস্তুতি, পাঁচ দিনব্যাপী ধর্মসভা ও মেলার আয়োজন

আগরতলা, ১৪ জুলাই: আগামী ১৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পবিত্র রথযাত্রা উৎসব। উৎসবকে কেন্দ্র করে আগরতলার শ্রীশ্রী জগন্নাথ জিও মন্দিরে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার রথ নতুন সাজে সজ্জিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি মন্দির প্রাঙ্গণে পাঁচ দিনব্যাপী ধর্মসভা, মেলা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

মন্দিরের মহারাজ জানান, প্রশাসনের নির্দেশিকা মেনেই এ বছর রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। উৎসবকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু-সন্তরা ধর্মসভায় অংশ নিতে আগরতলায় আসবেন। ভক্তদের জন্য বিশেষ প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন, রথযাত্রা হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান উৎসব। এদিন ভগবান জগন্নাথ, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলভদ্র এবং ভগিনী সুভদ্রা শ্রীমন্দির থেকে রথে আরোহন করে গুণ্ডিচা মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ভক্তদের কাছে এই গুণ্ডিচা মন্দির 'মাসির বাড়ি' নামে পরিচিত। প্রতিবছর একবার তিন দেবদেবী সেখানে গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং ভক্তদের দর্শন দেন। রথযাত্রার দিন অসংখ্য ভক্ত রথের দড়ি টেনে দেবদেবীদের গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছে দেন। এই রথ টানাকে অত্যন্ত পুণ্যজনক বলে মনে করা হয়।

তিনি আরও জানান, বাহুড়া যাত্রা বা উল্টো রথের দিন তিন দেবদেবী পুনরায় শ্রীমন্দিরে ফিরে আসেন। ফেরার পথে অর্ধশোষিণী বা মাসি মা মন্দিরে ভগবান জগন্নাথের প্রিয় পোড়া পিঠা নিবেদন করা হয়। শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তনের পর সোনাবেশ, অধরপানা এবং নীলাদ্রি বিজে-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আচার পালিত হয়।

মহারাজের কথায়, রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি ভক্তি, সমতা, মানবতা এবং সর্বজনীন সম্প্রীতির প্রতীক। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে এই উৎসবে সকল মানুষের অংশগ্রহণ ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ঐক্যের বার্তা বহন করে।

## রাজ্যপালের সঙ্গে নবনিযুক্ত উপাচার্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: লোক ভবনে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে আজ সকালে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত উপাচার্য প্রফেসর দেবব্রত দাস। রাজ্যপাল নবনিযুক্ত উপাচার্যকে শুভেচ্ছা জানান এবং আশা প্রকাশ করেন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় তার গৌরব অব্যাহত রাখবে। লোক ভবন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No: PNIe-T-12/EE/DWS/JRN/2026-27,Dated-13/07/2026.**

The Executive Engineer, DWS Division, Jirania, Ranirbazar, West Tripura invites the Single Bid percentage rated e-Tender from the approved and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES / CPWD /Railway / P&T / Other State PWD/Central & State Sector for the work as detailed below:

| Sl No. | DNIe-T No. | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Bid Fee | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIe-T No:36/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2026-27 | 23,93,571.00 | 47,871.00 | 365 Days | 1.000.00 | Appropriate Class |
| 2 | DNIe-T No:37/DNIeT/EE/ DWS/JRN/2026-27 | 9,23,400.00 | 18,468.00 | 180 Days | 1.000.00 | Appropriate Class |

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f 13/06/2026.at 15.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding-21/07/2026upto 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid-21/07/2026 at15.30 hours.
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.inas well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

**For and on behalf of the Governor of Tripura" .**

ICA/C-1189/26

**(Er. JibeshDebbarma)**
**Executive Engineer**
**PWD (DWS) Division, Jirania**
**Ranirbazar, West Tripura**

## JOB FAIR

**(প্রাইভেটকোম্পানিতেনিয়োগেরজন্য)**

ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী ২১ শে জুলাই ২০২৬ অফিসলেইন, আগরতলাস্থিত শ্রমভবন প্রাঙ্গনে সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত, জবফেয়ার অনুষ্ঠিত হবেউ ইচ্ছুক ও যোগ্য প্রার্থীদের উল্লেখিত তারিখ ও স্থানে অনুষ্ঠিত ইন্টারভিউতে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

| Sl No. | Name of Employer | Job Title | Vacancy | Place of Posting | Salary (Per month) | Qualification | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Satin Creditcare Network Ltd. | Apprentice CSO/Traine CSO | 20 nos. | Within Tripura State | Rs. 15,380/- | - HS(+2) & Above | 19-30 Yrs |
| | | Community Service Officer/Sr.CSO | 20 nos. | Within Tripura State | Rs. 17,200/- | - HS(+2) & Above | 19-30 Yrs |
| 2. | Modern INFRA | Junior Engineer | 01 no. | Agartala | Rs.13,000/- | B.Tech in Civil | 22-30 Yrs |
| | | Junior Architect | 01 no. | Agartala | Rs.13,000/- | B.Arch | 22-30 Yrs |
| | | Site Supervisor | 01 no. | Agartala | Rs.11,000/- | Graduation | 22-28 Yrs |
| | | Draftman | 01 no. | Agartala | Rs.9,000/- | Diploma or Degree | 22-26 Yrs |
| | | Site Engineer | 01 no. | Agartala | Rs.12,000/- | B.Tech in Civil | 22-28 Yrs |
| | | General Staff | 02 nos. | Agartala | Rs.9,000/- | Graduation | 22-30Yrs |
| | | Marketing Staff | 04 nos. | Agartala | Rs.9,000/- | Graduation | 22-30Yrs |
| 3. | Integrated Personal Services Ltd. | Production and Quality Support | 30 nos. | Trichy,Gujrat,Maharasta&Hyderabad | Rs.13,000/- to Rs.20,000/- | 10th,12th,ITI,Diploma,Degree | 19-30 yrs |

| Sl No. | Name of Employer | Job Title | Vacancy | Place of Posting | Salary (Per month) | Qualification | Age | Required Experience |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Fastguidez Solution Pvt.Ltd | Branch Relationship Exeutive | 27 nos. | Garjee Sub(4),Khowai (3),Agartala (10),Udaipur (5),Dharmanagar (5)( Tripura) | Rs. 12,000/- to Rs.14,500/- +Incentive+PF+ESI | - HS(+2) /Graduation | 18-30 Yrs | 1 Yr+ Sales,Marketing,Banking or Microfinance experience mandatory,Communication Skills mandatory. |
| | | Field Audit Exeutive | 08 nos. | West Tripura,South Tripura ,North Tripura, Udaipur | Rs. 15,000/- to Rs.25,000/- +Incentive+Travelling Allowance | - Graduation Mandatory | 20-37 Yrs. | Experience in Quality Management in audit is mandatory.Communication on skills required. |
| | | Warehouse Associate | 110 nos. | Guwahati,westBengal, Bangalore,Hyderabad, Mumbai | Rs.15,000/- to Rs.20,000/- | Not Specified (open) | 18 to 40 yrs | Nil |
| | | Textile Industry Helper/Tailor/Machine Operator | 30 nos. | Bangalore | Net fixed salary Rs.17,000/- to Rs.25,000/- PF ESI extra | 8th Pass/10th Pass | 18 to 40 yrs | Nil |
| 5 | ELEVATE TRAINING&CONSULTING SERVICES | Technical Recruiter | 02 nos. | Agartala | Rs.10,000/- | Any Graduate/PG Preferably MBA(HR) | - | Must be fluent in English and Hindi (conversation),Basic computer knowledge |
| 6. | Anweshan Academy | Academic Councillor | 01 no. | Agartala | Rs.10,000/- | Any subject Graduate PGT | - | 1-3 years of experience of counseling is preferable |
| | | Teacher | 01 no. | Agartala | Rs.15,000/- | Masters preferably B.ed | - | Experience in Teaching |

কোনো আবেদন পত্র জমা করতে হবেনাউ একমাত্র ঞ্জদ্র-ছদ্মদ্রঠ ফর্মফিলাপ করতে হবে যা এমপ্লয়াররাই সরবরাহ করবেনউ ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের BIODATA সহ ডেট অফ বার্থের প্রমানপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমানপত্র, নাগরিকতার সার্টিফিকেট বা PRTC, NCS Card/PAN card/ voter ID, এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ও ফটোকপি নিয়ে আসতে হবে উ

বিস্তারিত আরও বিবরণের জন্য মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলায় যোগাযোগ করা যেতে পারেউ ইচ্ছুকপ্রার্থীদের জব-ফেয়ারে/ রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ এ সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যেই সব প্রার্থী সিলেক্ট হবেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে তারা তাদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্তসুযোগ-সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়ার থেকে নিশ্চিত ভাবে জানার পর কাজে যোগদান করবেন উ

মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও জব-সিকারের মধ্যে সংযোগস্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা জব-সিকারের মধ্যে যেকোনো কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকিবে না।

ICA/D-557/26

**Director**
**Employment Services & Manpower**
**Planning Government of Tripura**

## সাতচাঁদ ব্লকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: সাতচাঁদ ব্লকে রাজীব নগরে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় শুরু হয়েছে। প্রতি কেজি ২৩টাকা ৬৯ পয়সা দরে ধান কেনা হচ্ছে। ধান ক্রয় কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রভাস লোধ, সাতচাঁদ মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক মনোহর দাস প্রমুখ।

জিলা সভাধিপতি জানিয়েছেন সাতচাঁদ, রূপাইছড়ি এবং পোয়াংবাড়ি কৃষি মহকুমার অন্তর্গত কৃষকদের কাছ থেকে ১ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হবে। আগামী ২৫ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয় মাঠে কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হবে।

## রাস্তার বেহাল দশা, দ্রুত সংস্কারের দাবিতে সরব মান্দাইবাসী

আগরতলা, ১৪ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে মান্দাই থেকে বালডুম পর্যন্ত সড়কের বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ১১ নম্বর মান্দাই বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি বর্তমানে ভেঙে বিভিন্ন স্থানে পাশের ছড়ায় মিশে যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবি, বামফ্রন্ট আমলে নির্মিত এই সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তাঁদের অভিযোগ, বহু বছর ধরেই রাস্তা সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দের কথা শোনা গেলেও বাস্তবে কোনো কাজ হয়নি। সেই অর্থ কোথায় ব্যয় হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বাসিন্দারা।

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, প্রতিটি নির্বাচনের আগে রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ভোটের পর আর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয় না। এই প্রসঙ্গে তাঁরা স্থানীয় বিধায়িকা স্বপ্না দেববর্মা এবং এমডিসি জগদীশ দেববর্মার নাম উল্লেখ করে বলেন, বারবার আশ্বাস মিললেও এখনও পর্যন্ত সড়ক সংস্কারের কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এলাকাবাসী অবিলম্বে মান্দাই---বালডুম সড়কের সংস্কারের দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য, দ্রুত রাস্তার মেরামতের কাজ শুরু না হলে বর্ষাকালে দুর্ভোগ আরও বাড়বে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পাবে।

## ওয়াকফ বোর্ডে অনিয়মের অভিযোগে স্বচ্ছ তদন্তের দাবি মুসলিম ধর্মগুরুদের

লখনউ, ১৪ জুলাই (আইএএনএস): অযোধ্যার রামমন্দিরে দানকৃত অর্থ চুরির অভিযোগ ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের শিয়া ও সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্তের দাবি তুললেন একাধিক মুসলিম ধর্মগুরু। একদিন আগে অল ইন্ডিয়া মুসলিম জামাতের সভাপতি মৌলানা শাহাবুদ্দিন রজভি বরেলভি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লিখে সুন্নি ও শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের কথিত দুর্নীতির তদন্তের দাবি জানান। সেই প্রেক্ষিতেই মঙ্গলবার বিষয়টি নিয়ে আরও জোরালোভাবে সরব হন বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা। শিয়া মারকাজি চাঁদ কমিটির সভাপতি মৌলানা সৈয়দ সইফ আব্বাস নকভি আইএএনএস-কে বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরেই ওয়াকফ বোর্ডের তদন্তের দাবি জানিয়ে আসছি। বোর্ডের কার্যক্রমে অনেক অনিয়ম রয়েছে। এটি কোনও নতুন দাবি নয়। বহু বছর ধরে অভিযোগ করে আসছি যে, ওয়াকফ বোর্ডে ব্যাপক অনিয়ম হচ্ছে। ওয়াকফের জমি বেআইনিভাবে দখল করা হচ্ছে, আবার কিছু জমি সরকারের দখলেও রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, অভিযোগের স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া উচিত এবং যারা দোষী প্রমাণিত হবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

# স্বাস্থ্য বিমার নামে সাইবার প্রতারণা চক্র ফাঁস মুম্বইয়ে, ১২ জন গ্রেফতার

মুম্বই, ১৪ জুলাই (আইএএনএস): স্বাস্থ্য বিমা বিক্রির নামে অনলাইন প্রতারণা চালানো একটি সংগঠিত সাইবার জালিয়াতি চক্রের পর্দাফাঁস করল মুম্বই পুলিশ। মঙ্গলবার গোবন্দি থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে। পাশাপাশি তিনটি ভুয়ো কল সেন্টারে হানা দিয়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, সোনার কয়েন-সহ প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২২ জুন এক ব্যক্তি গোবন্দি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, প্রতারকেরা নিজেদের এইচডিএফসি এরগো (ছঙ্গচঞ্চ ক্লট্টওঞ্জ) স্বাস্থ্য বিমা সংস্থার প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতারকেরা তাঁকে জানায় যে তাঁর বিমা পলিসিতে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮২৫ টাকার 'নো ক্লেম বোনাস' পাওনা রয়েছে এবং সেই অর্থ পেতে একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এই ফাঁদে ফেলে তাঁর ক্রেডিট কার্ডের তথ্য সংগ্রহ করে অনলাইন লেনদেনের মাধ্যমে ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়।

গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, এই চক্র মূলত এইচডিএফসি স্বাস্থ্য বিমার গ্রাহকদের লক্ষ্য করে প্রতারণা চালাত। বিভিন্ন উৎস থেকে পলিসিধারীদের ব্যক্তিগত তথ্য এবং সিম কার্ড সংগ্রহ করে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হত। এরপর প্রতারণার মাধ্যমে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা সরিয়ে নেওয়া হতো।

এই মামলায় গ্রাহকদের তথ্য ও সিম কার্ড সরবরাহের অভিযোগে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।পুরো প্রতারণা চক্রের নেটওয়ার্ক, কতজন এই প্রতারণার শিকার হয়েছেন এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে মুম্বই পুলিশ।

*পলাতক আসামী*

**Reference :- Bishalgarh Women PS Case No- 2026BLGW012, Dated- 19/06/2026, U/S-85 / 108/49/3 (5) of Bharatiya Nyaya Sanhita.**

উপরিউক্ত ছবিটি সুহেল মিয়া, বয়স ২৮, পিতা- বিদল মিয়া, গ্রাম- ধজনগর,থানা- বিশালগড়, সিপাহীজলা ত্রিপুরা, আসামীর বিবরন-বয়স-২৮, গায়ের রং-শ্যামলা,উচ্চতা-৫ ফুট, ৮ ইঞ্চি। গত ১৯/০৬/২০২৬ ইং তারিখে বিশালগড় মহিলা থানায় তার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা,২০২৩ আইনের 85/108/49/3(5) এর অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে যাহার মোকদ্দমা নম্বর ১২/২০২৬। ঘটনার পর থেকে আসামী গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলাতক।

উপরিউক্ত পলাতক আসামীর সম্বন্ধে যদি কোন খবর বা সন্ধান থাকে অনুগ্রহ করে নিকটবর্তী থানা বা নিম্নলিখিত ঠিকানায় বা দূরভাষ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। সংবাদদাতার নাম গোপন রাখা হইবে।

**যোগাযোগের ঠিকানা :-**
**পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা-**
**দূরভাষ নম্বর :-**
**৬০০৯৪২০৬০৪ (এস.পি, ডি.আই.বি সিপাহীজলা)**
**৯৪০২৫৭৩৯২২ (ও.সি.বিশালগড় মহিলা থানা)**

ICA/D-564/26

**ইতি**
**পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা বিশ্রামগঞ্জ**

**PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 08/EE/AGRI/N/2026-27**

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on two bid system from the eligible bidders for the following works:-

| Sl No. | Name of Work | e-DNIT No. | Estimated Cost | Earnest Money (In Rs) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Development of Infrastructure facilities of various Rural Market under Dhalal Tripura District (Manikpur, Karamcherra, Bagmara, Balaram, Santirbazar). S/H Installation of Mini Deep Tube Well of 150 x 100 mm size with Submersible pump set having capacity 2000GPH at 40.00 mtr. Head with mini Rig. | 15/EE/AGRI/ NORTH/2026-27 | 24,26,376.00 | 48,528.00 |
| 2 | Development of infrastructure facilities of various Rural Market under Dhalal Tripura District (Kamalpur, Durgachumuhani, Shikaribal, Nepal Tilla, Chailangta). S/H :- Installation of Mini Deep Tube Well of 150 x 100 mm size with Submersible pump set having capacity 2000GPH at 40.00 mtr. Head with mini Rig | 16/EE/AGRI/ NORTH/2026-27 | 24,26,376.00 | 48,528.00 |
| 3 | Development of infrastructure facilities of various Rural Market under North Tripura District (Dharmanagar, Kalacherra, Jalabassa, Bilthai, Kambalhatai). S/H :- Installation of Mini Deep Tube Well of 150 x 100 mm size with Submersible pump set having capacity 2000GPH at 40.00 mtr. Head with mini Rig | 17/EE/AGRI/ NORTH/2026-27 | 24,26,376.00 | 48,528.00 |
| 4 | Development of infrastructure facilities of various Rural Market under North Tripura District (Kadamtala, Sanicherra, Dharmanagar, Jalabazar, Kachanpur). S/H:-Installation of Mini Deep Tube Well of 150 x 100 mm size with Submersible pump set having capacity 2000GPH at 40.00 mtr. Head with mini Rig | 18/EE/AGRI/ NORTH/2026-27 | 24,26,376.00 | 48,528.00 |

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 21/07/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 21/07/2026 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

**Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in**
**For & on behalf of the Governor of Tripura**

ICA/C-1193/26

**[Er. Sudhir Chandra Das]**
**Executive Engineer (North)**
**Department of Agriculture & F.W**
**Dharmanagar, North Tripura.**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2026-27 Dated- 13-07-2026.**

The Executive Engineer, Sabroom Division, PWD(R&B), South Tripura District Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal:

| Sl No. | Name of the Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Last date and time for document downloading and bidding | Time and date of Opening of IBid | Document downloading and biding at Application | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIeT No:04/DNIeT/EE/PWD/SBM/ DIVN/26-27. Tender ID : 2026_CEPWD_74617_1 | Rs. 14,47,941.93 | Rs. 28,959.00 | 90 Days | Upto 12:00 A.M. on 20/07/2026 | At 12:30 PM on 20/07/2026 | https://tripuratenders. gov.in | Appropriate Class |
| 2 | DNIeT No:05/DNIeT/EE/PWD/SBM/ DIVN/26-27. Tender ID : 2026_CEPWD_74618_1 | Rs. 14,51,312.57 | Rs. 29,026.00 | 90 Days | | | | |
| 3 | DNIeT No:06/DNIeT/EE/PWD/SBM/ DIVN/26-27. Tender ID : 2026_CEPWD_74619_1 | Rs. 14,53,712.22 | Rs. 29,074.00 | 90 Days | | | | |
| 4 | DNIeT No:07/DNIeT/EE/PWD/SBM/ DIVN/26-27. Tender ID : 2026_CEPWD_74620_1 | Rs. 14,55,563.34 | Rs. 29,111.00 | 90 Days | | | | |
| 5 | DNIeT No:08/DNIeT/EE/PWD/SBM/ DIVN/26-27. Tender ID : 2026_CEPWD_74621_1 | Rs. 14,54,500.44 | Rs. 29,090.00 | 90 Days | | | | |
| 6 | DNIeT No:09/DNIeT/EE/PWD/SBM/ DIVN/26-27. Tender ID : 2026_CEPWD_74622_1 | Rs. 14,55,633.41 | Rs. 29,113.00 | 90 Days | | | | |

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdrnb.sbmdivn@tripura.gov.in.

**For and on behalf of the Governor of Tripura.**

ICA/C-1198/26

**Executive Engineer**
**Sabroom Division, PWD(R&B)**
**Sabroom, South Tripura.**

**NOTICE INVITING QUOTATION NO. 15/AGRI/EE/MECH/2026-27**

On behalf of the 'Governor of Tripura, the Executive Engineer (Mech.), Mechanical Engineering Division, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Office Lane, Agartala invite sealed separate quotations from owners of vehicle having Commercial License for hiring of 1 (one) No. MARUTI VAN (or Equivalent) Vehicle for a period of 01 (one) year.

| SL NO | Description of Work | Quantity | Cost of tender | EMD | Quotation dropping center | Last date & time for application & issue of tender documents | Date & time for dropping of quotation | Date & time for opening of quotation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Hiring of 01 (one) No. **Maruti VAN (or Equivalent) along with driver** for official use by the Executive Engineer (Mech.), Mechanical Engineering Division, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Office Lane, Agartala, Tripura (West) for a period of 01 (one) year. **(DNISQ No.: 12/AGRI/EE(M)/2026-27)** | 01 (One) no. | Rs. 1,000.00 only. | Rs. 3,000.00 only | O/o The Executive Engineer (Mech.) Department of Agriculture & F.W Office Lane, Agartala | **20/07/2026** Up to 02:00 PM | **20/07/2026** Up to 03:00pm | **20/07/2026** at 04:00pm, if possible |

For details, please contact to the office of the undersigned.

ICA/C-1200/26

**Sd/-**
**(Er. Falgun Debbarma)**
**Executive Engineer (Mech)**
**Department of Agriculture & F.W.**
**Office Lane, Agartala**

## বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার হাজার হাজার পরিবার আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ পয়েছে: মৎস্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য এবং তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তর রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা যেন প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে সময়মতো পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে সকলকে আরও বেশি আন্তরিক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। আজ সোনারতরী রাজ্য অতিথিশালায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ, মৎস্য এবং তপশিলিজাতি কল্যাণ দপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলির পশ্চিম জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস।

তিনটি দপ্তরের কাজের পর্যালোচনায় তিনি বলেন, প্রাণীপালন, দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস-মোরগ পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি প্রকল্প বাস্তবায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার হাজার হাজার পরিবার আত্মনির্ভর হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। তিনি বলেন, সঠিক সুবিধাভোগী নির্বাচনের মাধ্যমে এবং তাদের উৎসাহিত করে ডিম, দুধ এবং মাংসের উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। প্রাণীপালনে আরও উৎসাহিত করতে হবে। রাজ্যের মাছের চাহিদা পূরণে মাছ উৎপাদন আরও বাড়াতে হবে। এর জন্য মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সময়মতো পৌঁছে দিতে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। চলতি অর্থবছরে এই তিনটি দপ্তরে যেসব উন্নয়নমূলক কাজের রূপরেখা স্থির করা হয়েছিল সেগুলি সময়মতো রূপায়ণ করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

পর্যালোচনা সভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়নের বিষয়ে আলোচনা করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, বিধায়ক অন্তরা সরকার (দেব), জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন টিটিএএডিসি''র এমডিসিগণ, বিএসি এবং পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সনগন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার তিনটি মহকুমার মহকুমা শাসকগণ নিজ নিজ মহকুমার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ণের তথ্য তুলে ধরেন। তিনটি দপ্তরের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দপ্তরের কর্মসূচিগুলি পর্যালোচনা সভায় তুলে ধরেন।

## ১০ বছরেও সংস্কার হয়নি রাস্তা, ক্ষোভে রাস্তায় ধানের চারা রোপণ গ্রামবাসীদের

কমলপুর, ১৪ জুলাই: দীর্ঘ প্রায় এক দশক ধরে সংস্কার না হওয়ায় কমলপুর মহকুমার দক্ষিণ মানিক ভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভুবনছড়া, শীলপাড়া ও দুরাইছড়ার একমাত্র সংযোগকারী সড়ক বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রাস্তার দুরবস্থায় চরম ভোগান্তির শিকার হাজারো গ্রামবাসী। ক্ষোভে ফেটে পড়ে মঙ্গলবার রাস্তায় ধানের চারা রোপণ করে অভিনব প্রতিবাদ জানান স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দক্ষিণ মানিক ভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ভুবনছড়া শীলপাড়া থেকে দুরাইছড়া হয়ে ভুবনছড়া উচ্চ বিদ্যালয় পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বড় বড় গর্ত, ভাঙাচোরা অংশ এবং কাদায় ভরা রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষ, কৃষক ও সাধারণ পথচারীরা।

বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সামান্য বৃষ্টিতেই পুরো রাস্তা কাদায় ঢেকে যায় এবং যানবাহন চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এরই প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা রাস্তার উপর ধানের চারা রোপণ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গত ১০ বছরে একাধিকবার পঞ্চায়েত ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত এবং মৌখিকভাবে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রতিবারই আশ্বাস মিললেও বাস্তবে উন্নয়নের কাজ শুরু হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, এই সড়কের ওপর তিনটি গ্রামের প্রায় এক হাজার পরিবারের যাতায়াত নির্ভরশীল। এছাড়া ভুবনছড়া উচ্চ বিদ্যালয়সহ একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিস্তীর্ণ কৃষিজমি এবং আশপাশের গ্রামের মানুষ প্রতিদিন এই রাস্তা ব্যবহার করেন। ফলে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষিকাজ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একটাই দাবি, অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কের পূর্ণাঙ্গ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন। এখন দেখার বিষয়, দীর্ঘদিনের এই জনদুর্ভোগ দূর করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

## দীর্ঘ ৮ বছর পর আগরতলা হকার্স ইউনিয়নের নির্বাচন, কড়া নিরাপত্তায় ভোটগ্রহণ

আগরতলা, ১৪ জুলাই: দীর্ঘ আট বছর পর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আগরতলা হকার্স ইউনিয়নের নির্বাচন। বহু প্রতীক্ষিত এই নির্বাচনকে ঘিরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলিতে হকারদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

নির্বাচনকে অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ভোটকেন্দ্রগুলিতে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি ভোটকেন্দ্র এবং আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সার্বক্ষণিক নজরদারি চালাচ্ছেন যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।

দীর্ঘদিন পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনে হকারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। সকাল থেকেই ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে চলছে। নির্বাচন পরিচালনাকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভোটগ্রহণ শেষে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী ভোট গণনা করা হবে এবং তারপর আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

## বৃদ্ধের মৃত্যুকে ঘিরে

● প্রথম পাতার পর

প্রায় ৯টা নাগাদ এলাকাবাসী জাতীয় সড়কে অবরোধে সামিল হন। ফলে সড়কের উভয় প্রান্তে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছান অতিরিক্ত খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক, তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, তেলিয়ামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ওসি) এবং ডিসিএম জিনিয়াস দেববর্মা-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর তেলিয়ামুড়া থানার ওসি আশ্বাস দেন যে, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে এবং প্রকৃত দোষীকে চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ না মিললে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

পুলিশের আশ্বাসের পর গভীর রাত, প্রায় ১টা নাগাদ বিক্ষোভকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন। এরপর ধীরে ধীরে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এদিকে, বৃদ্ধ প্রমোদ দাসের মৃত্যুর ঘটনায় প্রকৃত দায়ীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে এলাকাবাসী সরব রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, সড়ক দুর্ঘটনার ঘটনায় তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

## 'মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন ও মেগা স্বাস্থ্য ও চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ জুলাই: আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মীদের সংস্থা এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের সহযোগিতায় আজ বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে 'মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন ও মেগা স্বাস্থ্য ও চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের মাধ্যমে জেলার মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় এবং বিনামূল্যে ঔষুধের সুবিধা পাবেন। বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকার মানুষের সুবিধার্থে আরও বেশি সংখ্যক শিবির আয়োজনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান আগামী ১৪ দিন জেলার প্রতিটি ব্লক এলাকার দুটি স্থানে এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমেও সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে ক্যান্সার, হেপাটাইটিস-বি, এইচআইভি-সহ বিভিন্ন রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং সাধারণ মানুষ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপরিষেবাও লাভ করবেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ এবং জেলাশাসক মোহম্মদ সাজাদ পি। উপস্থিত ছিলেন সহকারী কালেক্টর অঙ্কিত পান্ডে, বিলোনিয়া পুর পরিষদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধান স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী এবং বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ।

স্বাগত ভাষণে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। শিবিরে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ঔষুধ বিতরণ করা হয়। এদিনের শিবিরে ২০০-এর বেশি মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন, পাশাপাশি আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হয় ২৩ জনকে এবং আভা কার্ড দেওয়া হয় ১জনকে।

## পূর্বাশা গ্রাউন্ডে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে ইসকনের রথযাত্রা, ১৬ জুলাই শুরু হবে শোভাযাত্রা

আগরতলা, ১৪ জুলাই: আগরতলার পূর্বাশা গ্রাউন্ডে ইসকনের উদ্যোগে এ বছরও জাঁকজমকপূর্ণভাবে রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবার পূর্বাশা গ্রাউন্ডে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে ইসকন কর্তৃপক্ষ। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইসকনের সহ-সভাপতি শ্রী ধাম গোবিন্দ দাস-সহ সংস্থার অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্যরা।

ইসকনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রথযাত্রা বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। ভগবান শ্রীজগন্নাথদেবের করুণা, প্রেম ও সর্বজনীন ঐক্যের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। এ বছরও সুসজ্জিত তিনটি পৃথক রথে ভগবান শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীবলদেব ও দেবী সুভদ্রার শোভাযাত্রা বের হবে।

পাশাপাশি হরিনাম সংকীর্তন, ভজন, নৃত্য এবং ভক্তিমূলক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা রথযাত্রার প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকবে।

আগামী ১৬ জুলাই পূর্বাশা গ্রাউন্ড থেকে রথযাত্রার সূচনা হবে। শোভাযাত্রাটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় পূর্বাশা গ্রাউন্ডে ফিরে এসে শেষ হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানানো হয়, রথযাত্রার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং মন্ত্রী টিংকু রায় উপস্থিত থাকবেন। ইসকন কর্তৃপক্ষ সকল ভক্ত ও সাধারণ মানুষকে রথযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

## বিশ্বের অন্য বাজারেও

● প্রথম পাতার পর

রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরার জৈব কৃষির উৎকর্ষকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাজারে পৌঁছে দিতে আমরা ভবিষ্যতেও একইভাবে কাজ করে যাব।

কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, দুবাইয়ের প্রতিযোগিতামূলক খুচরা বাজারে ত্রিপুরার জৈব কুইন আনারস ও সুগন্ধি লেবুর প্রবেশ রাজ্যের কৃষি ও রপ্তানি খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে ত্রিপুরার উচ্চমানের জৈব কৃষিপণ্যের পরিচিতি বাড়বে এবং বৈশ্বিক জৈব পণ্যের বাজারে রাজ্যের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## আগামী তিন দিন ত্রিপুরায় ভারী

● আটের পাতার পর

আপাতত ভারী বৃষ্টির জন্য কোনো বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়নি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৩ থেকে ৪ দিন রাজ্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকবে। ভারী বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া খোলা জায়গায় অবস্থান না করার, বজ্রপাতের সময় নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

## রথযাত্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ

● আটের পাতার পর

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন রথযাত্রা আয়োজক কমিটির সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় বজায় রাখার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু। যে কোনও বিদ্যুৎজনিত ঘটনা বা জরুরি পরিস্থিতির খবর দ্রুত কর্পোরেট অফিসে জানিয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও অ্যাডভাইজারিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে, সাধারণ মানুষের প্রতিও বিদ্যুৎ নিগমের আবেদন, রথযাত্রার সময় বিদ্যুতের ওভারহেড লাইনের নিচে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। রথ বা শোভাযাত্রায় ধাতব দণ্ড, লোহার পাইপ কিংবা বিদ্যুৎ পরিবাহী কোনও বস্তু ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছে নিগম। কোথাও বিদ্যুতের তার নিচু অবস্থায় থাকলে বা কোনও ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী বিদ্যুৎ দপ্তর বা প্রশাসনকে জানাতে অনুরোধ করা হয়েছে।

নিগমের মতে, বিদ্যুৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ নিগমের এই আগাম প্রস্তুতি ও সমন্বিত উদ্যোগ রথযাত্রা এবং উল্টো রথযাত্রাকে আরও নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নির্বিঘ্ন করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

## বর্তমানে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা

● আটের পাতার পর

যায়। সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই প্রথমবারের মতো রাজ্যের সকল সরকারি ও বেসরকারি গাড়িচালকদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

তাঁর মতে, এই উদ্যোগ চালকদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। ত্রিপুরা ট্রাফিক পুলিশের এই উদ্যোগকে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। শিবিরে অংশ নেওয়া চালকরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তাঁদের বক্তব্য, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিশেষ করে চোখের পরীক্ষা সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে রাজ্যে সড়ক নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

## উত্তর ত্রিপুরার জনস্বার্থমূলক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জেলা শাসকের কাছে সিপিআই(এম)-এর স্মারকলিপি

ধর্মনগর, ১৪ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন জনস্বার্থমূলক সমস্যার সমাধানের দাবিতে মঙ্গলবার জেলা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল সিপিআই(এম) উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটি। স্মারকলিপিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর উপভোক্তা তালিকায় অনিয়ম, জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল অবস্থা এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হয়।

সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)-এর উপভোক্তা তালিকা প্রণয়নে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। বহু প্রকৃত গৃহহীন ও যোগ্য পরিবার সরকারি আবাসনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও, অযোগ্য ব্যক্তিদের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি দলের। তাই বর্তমান উপভোক্তা তালিকা পুনরায় যাচাই, প্রকৃত সুবিধাভোগীদের অন্তর্ভুক্তকরণ এবং অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

এছাড়া ধর্মনগর—কদমতলা, জুর কালভার্ট—লালছড়া, ধর্মনগর—হাফলং এবং কদমতলা—রাণীবাড়ি-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়কের বেহাল অবস্থার বিষয়টিও স্মারকলিপিতে গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। দলের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এসব সড়কের দুরবস্থার কারণে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকিও ক্রমশ বাড়ছে। দ্রুত রাস্তা সংস্কার, নির্মাণকাজে গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং নিয়মিত তদারকির দাবিও জানানো হয়।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যার কথাও স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব, এখনও চালু না হওয়া আইসিইউ, প্রথম তলায় অবস্থিত ডায়ালিসিস ইউনিটের কারণে রোগীদের ভোগান্তি, অচল জেনারেটর এবং ব্লাড ব্যাংকে রক্তের ঘাটতির বিষয় তুলে ধরে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

সিপিআই(এম) নেতা অভিজিৎ দে বলেন, 'সাধারণ মানুষের স্বার্থে এই দাবিগুলি উত্থাপন করা হয়েছে। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত বিষয়গুলির সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।' এখন স্মারকলিপিতে উত্থাপিত জনস্বার্থমূলক দাবিগুলির বিষয়ে জেলা প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে উত্তর ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের।

## প্রভুবাড়ি ও মধ্যপাড়ার পুকুর সংস্কার কাজ পরিদর্শনে মেয়র দীপক মজুমদার

আগরতলা, ১৪ জুলাই: শহরের জলাশয়গুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার প্রভুবাড়ির পুকুর এবং মধ্যপাড়ার পুকুর সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

পরিদর্শনকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্ত। দুই পুকুরের সংস্কার কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গুণগত মান বজায় রেখে কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও ঠিকাদার সংস্থাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন মেয়র।

মধ্যপাড়ার পুকুর পরিদর্শনের সময় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন চলমান সংঘের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় পাল। এছাড়াও চলমান সংঘ ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত থেকে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা, মতামত এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব মেয়রের কাছে তুলে ধরেন।

পরিদর্শন শেষে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, শহরের পুকুরগুলির সংস্কার ও সৌন্দর্যায়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়নের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য আরও পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও আকর্ষণীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলাই আগরতলা পুর নিগমের লক্ষ্য। দ্রুত সংস্কার কাজ শেষ করে পুকুরগুলিকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান।

## মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল পড়ুয়াদের পাশে বনমালীপুর বাবা লোকনাথ সেবাশ্রম, বই ও শিক্ষা-সহায়তা বিতরণ

আগরতলা, ১৪ জুলাই: মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে এ বছরও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিল বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী বাবা লোকনাথ সেবাশ্রম সংস্থা। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একাদশ শ্রেণির মেধাবী পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষা-সহায়তা ও পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়।

সংস্থার উদ্যোগে প্রতিবছরের মতো এবারও টিবিএসই ও সিবিএসই বোর্ডের অধীন ৩০টি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির মোট ৯১ জন মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছাত্র-ছাত্রীকে সহায়তা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগের ২০ জন, বাণিজ্য বিভাগের ৩ জন এবং কলা বিভাগের ৬৮ জন পড়ুয়া রয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সঞ্চিতা রিয়াং এবং কর্পোরেটর তথা সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশ্রী বাবা লোকনাথ সেবাশ্রম সংস্থার সভাপতি সঞ্জয় পাল। উপস্থিত অতিথিরা সংস্থার এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, আর্থিক প্রতিবন্ধকতা যাতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সেই লক্ষ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভবিষ্যতেও এই মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়।

## আজ থেকে কার্যকর

● প্রথম পাতার পর

বাণিজ্য, আর্থিক পরিষেবা, মেধাস্বত্ব, উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন এবং সরকারি ক্রয়-সহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী, ভারত ৯০ শতাংশ শুল্ক লাইনে শুল্ক কমাবে বা তুলে দেবে, যার মধ্যে আগামী ১০ বছরে ৮৫ শতাংশ পণ্য পুরোপুরি শুল্কমুক্ত হবে। স্কচ হুইস্কির ওপর বর্তমান ১৫০ শতাংশ শুল্ক প্রথমে কমে ৭৫ শতাংশ হবে এবং ১০ বছরের মধ্যে তা ৪০ শতাংশে নেমে আসবে। ব্রিটিশ গাড়ির ওপর শুল্কও নির্দিষ্ট কোটা ব্যবস্থার আওতায় ধাপে ধাপে কমানো হবে।

এছাড়া, যুক্তরাজ্যে অস্থায়ীভাবে কর্মরত যোগ্য ভারতীয় পেশাজীবীরা ডাবল কন্টিবিউশনস কনভেনশন-এর সুবিধা পাবেন। এর ফলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁদের দুই দেশেই সামাজিক সুরক্ষা তহবিলে একসঙ্গে অর্থ জমা দিতে হবে না।

## ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় বিলোনিয়া জেলা সদর থেকে একটি ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তে নেমেছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করে ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করছেন।

এ বিষয়ে সাব্রুম থানার এসআই কানু রঞ্জন দেব জানান, গত রাতে সাব্রুম মহকুমা হাসপাতাল থেকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এরপর আজ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি বিলোনিয়া থেকে ফরেনসিক দল এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফরেনসিক তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়।

## মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন ও মেগা স্বাস্থ্য ও চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত বিলোনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ জুলাই: আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মীদের সংস্থা এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে এবং জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের সহযোগিতায় আজ বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে 'মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান'-এর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন ও মেগা স্বাস্থ্য ও চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বলেন মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের মাধ্যমে জেলার মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় এবং বিনামূল্যে ঔষুধের সুবিধা পাবেন। বিশেষ করে দূরবর্তী এলাকার মানুষের সুবিধার্থে আরও বেশি সংখ্যক শিবির আয়োজনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান আগামী ১৪ দিন জেলার প্রতিটি ব্লক এলাকার দুটি স্থানে এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমেও সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে ক্যান্সার, হেপাটাইটিস-বি, এইচআইভি-সহ বিভিন্ন রোগ প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা সম্ভব হবে এবং সাধারণ মানুষ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যপরিষেবাও লাভ করবেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ এবং জেলাশাসক মোহম্মদ সাজাদ পি। উপস্থিত ছিলেন সহকারী কালেক্টর অঙ্কিত পান্ডে, বিলোনিয়া পুর পরিষদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধান স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী এবং বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। স্বাগত ভাষণে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের উদ্দেশ্য, বিভিন্ন স্বাস্থ্যপরিষেবা এবং বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। শিবিরে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ঔষুধ বিতরণ করা হয়। এদিনের শিবিরে ২০০-এর বেশি মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন, পাশাপাশি আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হয় ২৩ জনকে এবং আভা কার্ড দেওয়া হয় ১জনকে।

## হরমুজ প্রণালীতে ২০

● প্রথম পাতার পর

ব্যবহার করতে পারবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান। তেহরান স্পষ্ট জানিয়েছে, হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ বা তদারকিতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনও ভূমিকা তারা মেনে নেবে না।

ইরানের শীর্ষ সামরিক নেতৃত্ব সতর্ক করে বলেছে, ইরানের অনুমতি ছাড়া মার্কিন বাহিনী ওই কৌশলগত জলপথে কোনও পদক্ষেপ নিলে তার 'কঠোর জবাব' দেওয়া হবে। পাশাপাশি, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগিতা না করার জন্য আঞ্চলিক দেশগুলিকেও সতর্ক করেছে তেহরান।

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা আরও বেড়েছে। দুই দেশের পাল্টাপাল্টি হামলার মধ্যেই হরমুজ প্রণালীকে ঘিরে নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত রয়েছে। যদিও ট্রাম্পের সর্বশেষ ঘোষণায় টোলের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করা হয়েছে, ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞামূলক পদক্ষেপ বহাল রাখার ইঙ্গিত দিয়েছে ওয়াশিংটন।

## বিপিএল কার্ডের জন্য টাকা দাবি

● প্রথম পাতার পর

বঞ্চিত রয়েছেন বলে অভিযোগ।

অভাবের চিত্র আরও স্পষ্ট তাঁদের বসতবাড়িতে। একটি জরাজীর্ণ কুঁড়েঘরই পরিবারের একমাত্র আশ্রয়। সামান্য ঝড়-বৃষ্টিতেই ছাউনি দিয়ে জল পড়ে ঘরের ভেতরে। শিলাবৃষ্টির সময় আতঙ্কে রাত কাটাতে হয়। বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় সূর্যাস্তের পরই অন্ধকারে ডুবে যায় গোটা বাড়ি।

পরিবারের অভিযোগ, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে একাধিকবার আবেদন জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো স্থায়ী সমাধান মেলেনি। আশ্বাস মিললেও বাস্তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেনি।

সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন পরেশ দেববর্মার স্ত্রী। তাঁর দাবি, এপিএল রেশন কার্ডকে বিপিএল বা অন্ত্যোদয় কার্ডে রূপান্তর করতে অর্থ দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, টাকা দিলেই কার্ড পরিবর্তনের কাজ করে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। তবে এই অভিযোগের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্যও এখনও পাওয়া যায়নি।

নিজেদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি বলেন, 'লবণ থাকলে মরিচ নেই, মরিচ থাকলে সিদল নেই, সিদল থাকলে মোম নেই, আর মোম থাকলেও কারেন্ট নেই।' তাঁর এই বক্তব্যেই ফুটে ওঠে দীর্ঘদিনের অভাব-অনটন ও অনিশ্চয়তার চিত্র।

এদিকে, সরকারি স্তরে দাবি করা হয় যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা সমাজের শেষ প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তবে পরেশ দেববর্মার পরিবারের ভগ্নপ্রায় বাসস্থান ও মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকার অভিযোগ সেই দাবির সঙ্গে বাস্তবের ফারাকের প্রশ্ন তুলছে।

স্থানীয় সূত্রে আরও দাবি করা হয়েছে, পরেশ দেববর্মার এপিএল রেশন কার্ডটি নাকি এলাকার এক ব্যক্তির কাছে অর্থের বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে। যদিও এই দাবিরও স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনাকে ঘিরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এখন নজর প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

## মণিপুরে উদ্ধার বিপুল

● প্রথম পাতার পর

বাহিনী চুরাচাঁদপুর জেলার মিয়ানমার ও মিজোরাম সীমান্ত সংলগ্ন কে. থেনজাং গ্রামের জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক এবং যুদ্ধসামগ্রী উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া অত্যাধুনিক অস্ত্রের বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ইম্ফল পূর্ব জেলার ইয়োরাবুং পম্থোইবি লেইকাই এলাকা থেকে নিষিদ্ধ প্রেপাক সংগঠনের সদস্য নিংগোমবাম আমুথোই মেইতেই (৩০)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে আটটি শক্তিশালী হ্যান্ড গ্রেনেডও উদ্ধার হয়েছে।

এদিকে সেনাপতি জেলার টি. খুলেন এলাকায় নাকা চেকিং এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া একটি পরিত্যক্ত গাড়ি থেকে ৪৯টি প্যাকেটে রাখা প্রায় ৫০ কেজি সন্দেহভাজন আফিম উদ্ধার করেছে মণিপুর পুলিশ। গাড়ি থেকে উখরুল জেলার বাসিন্দা জেড. রেইথিংগামের নামে কিছু নথিও উদ্ধার হয়েছে। এই মাদকের চালানের বাজারমূল্য ৩ কোটির টাকারও বেশি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া এই আফিমের চালান প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে মণিপুরে আনা হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরেই মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করে কাচিন ও শান রাজ্য, আফিম উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। সাম্প্রতিক এই উদ্ধারকে মিয়ানমার-সংযুক্ত মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য হিসেবে দেখছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি।

এদিকে রাজ্যজুড়ে জঙ্গি দমন অভিযানের অংশ হিসেবে উপত্যকা, পাহাড়ি ও স্পর্শকাতর এলাকায় নিয়মিত তল্লাশি ও এলাকা দখল অভিযান চালানো হচ্ছে। জঙ্গি, সমাজবিরোধী এবং সন্দেহভাজন যানবাহনের গতিবিধি রুখতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোট ১১১টি নাকা ও চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

ইম্ফল-জিরিবাম জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৩৭) দিয়ে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবাহী ট্রাক-সহ অন্যান্য যানবাহনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে নিরাপত্তা বাহিনী নিয়মিত এসকর্ট পরিষেবা দিচ্ছে। একই সঙ্গে গুজব, ভুয়ো ভিডিও ও বিভ্রান্তিকর সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে বিশ্বাস না করার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে মণিপুর পুলিশ।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 15-07-2026, 01:10

# বি ডিভিশন ফুটবল : নবোদয় সংঘকে ৫ গোলে উড়িয়ে দিল সরোজ সংঘ, লালচয়ান মাইয়ার হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আজ এক হেভিওয়েট লড়াইয়ের সাক্ষী থাকলো ক্রীড়ামোদিরা। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচে আজ মুখোমুখি হয়েছিল নবোদয় সংঘ এবং সরোজ সংঘ। তবে মাঠের লড়াইয়ে আজ সম্পূর্ণ একতরফা প্রাধান্য বজায় রেখে নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে সরোজ সংঘ। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রাখে বিজয়ী দল।সরোজ সংঘের এই দাপুটে জয়ের মূল কারিগর ছিলেন লালচয়ান মাইয়া ডার্লং, যিনি একাই দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক করে দলের বড় জয় নিশ্চিত করেন। ম্যাচের ১৬ মিনিটে প্রথম গোল করে সরোজ সংঘকে এগিয়ে দেন মনি ত্রিপুরা। এরপর ২৮ মিনিটে লাল রিং থোয়া দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন। প্রথমার্ধের ঠিক শেষ মুহূর্তে (৪৫ + ২ মিনিটে) নিজের প্রথম এবং দলের তৃতীয় গোলটি পান লালচয়ান মাইয়া ডার্লং। বিরতির পরও সরোজ সংঘের আক্রমণের ধার কমেনি। ৫৩ মিনিটে এবং পরবর্তীতে ৭০ মিনিটে আরও দুটি চোখ ধাঁধানো গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন লালচয়ান মাইয়া। নবোদয় সংঘের রক্ষণভাগকে কার্যত ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে এই বড় জয় তুলে নেয় সরোজ সংঘ।

# আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে সুবিধাজনক জায়গায় ইংল্যান্ড, তবু টুখেলের দল বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে সমস্যায় পড়তে পারে তিনটি কারণে

২০১৮ সালের পর এ বার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছে ইংল্যান্ড। শেষ চারের লড়াইয়ে হ্যারি কেনদের প্রতিপক্ষ গত বারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। এ পর্যন্ত ফুটবল মাঠে দু'দেশ মুখোমুখি হয়েছে ১৪ বার। ছ'বার জিতেছে ইংল্যান্ড। আর্জেন্টিনার জয়ের সংখ্যা চার। শেষ বার দু'দল খেলেছিল ২০০৫ সালের ১২ নভেম্বর।

প্রায় ২১ বছর পর আবার মুখোমুখি ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা। সে বছরই আর্জেন্টিনার হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক লিয়োনেল মেসির। যদিও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ খেলেননি ১৮ বছরের মেসি। আর্জেন্টিনার অধিনায়কের মতো ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কেনও সেই ম্যাচে ছিলেন না। আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর অভিষেক ওই ম্যাচের ১০ বছর পর।

দু'দলের কোনও ফুটবলারেরই ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা নেই। তবে পেশাদার ফুটবলে একসঙ্গে বা বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে অনেকেরই। যেমন ইংল্যান্ডের এজরি কনসা এবং ওলি ওয়াটকিন্স আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজের সঙ্গে অ্যাস্টন ভিলায় খেলেন। ইংল্যান্ডের রিস জেমস এবং আর্জেন্টিনার এঞ্জো ফের্নান্দেজ চেলসিতে সতীর্থ। ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো এবং কেন একসঙ্গে খেলেছেন টটেনহ্যাম হটস্পারের হয়ে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে মুখোমুখি না হলেও প্রতিপক্ষ অচেনা নয়। আধুনিক ফুটবলে এটা কোনও সমস্যা নয়। প্রত্যেক দলের কাছেই প্রতিপক্ষ দলগুলি বা ফুটবলারদের শক্তি-দুর্বলতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকে। সে ভাবেই রণকৌশল তৈরি করেন কোচেরা। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে টমাস টুখেলও সতর্ক থাকবেন। প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতার পাশাপাশি নিজের দলের শক্তি-দুর্বলতাও হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। যদিও তাঁর দল বেশ ভাল ফুটবল খেলছে।

টুখেলের সবচেয়ে বড় শক্তি হল তাঁর হাতে থাকা বিকল্প। দলের অন্তত ২২-২৩ জন ফুটবলারকে নিশ্চিন্তে প্রথম একাদশে রাখতে পারেন। অভিজ্ঞতা এবং লড়াকু মানসিকতার অভাব নেই। প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা রক্ষণ ভাগও টুখেলের হাতে। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে নরওয়ের বিরুদ্ধে। আর্লিন হালান্ডের মতো ফুটবলারকে নিষ্প্রভ করে রেখেছিল ইংল্যান্ডের রক্ষণ।

ইংল্যান্ডের ফুটবলারেরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আক্রমণে উঠতে বা রক্ষণে নামতে পারেন। মাঠের দু'প্রান্ত ব্যবহার করে আক্রমণ তৈরির ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের জুড়ি মেলা ভার। বিশ্বকাপেও ইংল্যান্ডের গতি সমস্যায় ফেলেছে একাধিক দলকে।

এ বারের বিশ্বকাপে শারীরিক সক্ষমতার দিক থেকে অন্যতম সেরা দল ইংল্যান্ড। ফুটবলারেরা অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারেন। দলের প্রায় সকলেই ১২০ মিনিট অনায়াসে খেলে দিতে পারেন। যা নকআউট ম্যাচে টুখেলের বাড়তি সুবিধা।

কর্নার কিক বা ফ্রিকিকে ইংলান্ড অত্যন্ত শক্তিশালী। ফুটবলারদের গড় উচ্চতা আর্জেন্টিনার থেকে বেশি। ফলে ভেসে আসা বলে সুবিধাজনক জায়গায় ইংল্যান্ড। বিশ্বকাপেও সেট পিস ভাল কাজে লাগাচ্ছেন ইংল্যান্ডের ফুটবলারেরা।

ইংল্যান্ড দল খেলার মাঝে হঠাৎ হঠাৎ কিছুটা রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। অনেক সময় ম্যাচের শুরুর ১০-১৫ মিনিট কিছুটা সতর্ক থাকার চেষ্টা করে। তাতে প্রতিপক্ষ দল মাঝমাঠের দখল নিয়ে নেয়। চাপে পড়ে যায় রক্ষণ। গ্রুপ পর্বের ঘানার বিরুদ্ধে এ ভাবে খেলতে গিয়েই পয়েন্ট খুইয়ে ছিল টুখেলের দল। আগ্রাসী ফুটবল খেললে ইংল্যান্ডের রক্ষণের ফুটবলারেরা প্রায় মাঝ মাঠে উঠে যান। এতে গোলরক্ষক এবং ডিফেন্স লাইনের মাঝে অনেকটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়। আর্জেন্টিনা হঠাৎ দ্রুত গতিতে প্রতিআক্রমণে উঠতে দক্ষ। ডিফেন্স লাইনের পিছনে ফাঁকা জায়গার সুবিধা কাজে লাগিয়ে ইংল্যান্ডকে বিপদে ফেলে দিতে পারেন মেসিরা। বিশ্বকাপে ডিআর কঙ্গো, মেক্সিকো, ক্রোয়েশিয়ার মতো দলগুলি ইংল্যান্ডের এই দুর্বলতা দেখিয়ে দিয়েছে।

প্রথম বিশ্বকাপ জেতার পর ৬০ বছর কেটে গিয়েছে। ইংল্যান্ড দলের উপর প্রত্যাশার পাহাড় প্রমাণ চাপ থাকবে। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে এই চাপ সামলাতে হবে কেনদের। তা ছাড়া বড় প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের সাফল্যের হার বেশ কম।

২৩ বছরের অ্যাকাটিং মিডফিল্ডার খেলেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। শুরু থেকেই মাঝমাঠের দখল নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। মানসিক এবং শারীরিক ভাব অত্যন্ত শক্তিশালী ফুটবলার। খেলা তৈরি করতে পারেন। বেলিংহ্যাম চেনা ফর্মে থাকলে আর্জেন্টিনাকে সমস্যায় ফেলতে পারেন।

ইংল্যান্ডের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। সাকা খুব দ্রুত ও নিখুঁত সিদ্ধান্ত নেন। কখন বল পাস দেবেন এবং কখন নিজে শট নেবেন, তা খুব ভাল বোঝেন। মূলত উইঙ্গার হলেও প্রয়োজনে রক্ষণাত্মক ভূমিকাও নিতে পারেন। মাঠের ডান প্রান্ত দিয়ে দ্রুত আক্রমণে উঠে বক্সের ঠিক আগে কাট করে মাঝে ঢুকে পড়েন এবং বাঁ পায়ে জোরাল শটে প্রতিপক্ষকে বিপদে ফেলে দিতে পারেন।

ইংল্যান্ডের অধিনায়কও দলের অন্যতম শক্তি। দক্ষ স্ট্রাইকার। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে খেলেন ৩২ বছরের স্ট্রাইকার। বক্সের মধ্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক। গোলের মধ্যে আছেন। চাপের মুখে একাই ম্যাচের রং বদলে দিতে পারেন। দলের আক্রমণেও নেতৃত্ব দেন।

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে চলেছে আর্জেন্টিনা। দুই দেশের এই ম্যাচের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। ফকল্যান্ড আইল্যান্ড যুদ্ধ নিয়ে দু'দেশের বিবাদ অনেক দিনের। সেই ম্যাচ নিয়ে মুখ খুলেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিয়োনেল স্কালোনি।

বিশ্বকাপে দু'দেশের এই লড়াইয়ের অতীত ইতিহাস রয়েছে। এই ম্যাচেই দিয়েগো মারাদোনা বিশ্বের সবচেয়ে চর্চিত গোল এবং সবচেয়ে সেরা গোল করেছিলেন। তার পরেও অনেক লড়াই হয়েছে এই ম্যাচ নিয়ে।

ম্যাচের আগে দু'দেশের ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্কালোনিকে। তিনি বলেছেন, "দেখুন, এটা স্রেফ একটা ফুটবল ম্যাচ। তাই আমি এটাকে ফুটবল ম্যাচ হিসাবেই দেখতে চাই। আমার অন্তত এটাই বলার। এটা একটা ফুটবল ম্যাচ এবং আমরা একটা কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলতে নামব। ওদের অসাধারণ একজন কোচ রয়েছে, যে খেলাটা ভাল বুঝতে পারে। এটুকুই আমার বলার।"

স্কালোনির মতে, এ রকম দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামলে আর্জেন্টিনাকে অনেক উন্নতি করতে হবে। নকআউটের তিনটি ম্যাচেই আর্জেন্টিনাকে খেলতে হয়েছে কষ্ট করে।

স্কালোনির কথায়, ''আমরা ইচ্ছাশক্তির জোরে জিততে পেরেছি। আমরা চাইনি ম্যাচটা পেনাল্টিতে গড়াক। কী ভাবে খেলেছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। জয়ের জেদটাই আসল। আমরা সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছি। এটাকে কোনও ভাবেই হালকা ভাবে নেওয়া যাবে না। মোটেই সহজ হবে না ম্যাচ জেতা।"

তিনি আরও বলেন, "খুশি হওয়ার সমস্ত কারণ রয়েছে আমাদের কাছে। আমরা তৃপ্ত এবং উত্তেজিত। আপাতত পরের ম্যাচে নিজেদের সেরাটা দেওয়াক কথা ভাবছি। শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে চাই। নিজেদের সমস্ত শক্তি কাজে লাগাতে চাই।"

# মেসিদের বিশেষ দাবি মঞ্জুর ফিফার ! ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নতুন 'অস্ত্র' ব্যবহার করবে আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপের শুরু থেকেই অভিযোগ, বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে আর্জেন্টিনা। এবার নতুন করে চর্চা শুরু হল লিওনেল মেসিদের নিয়ে। সূত্রের খবর, সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মানসিক চাপ বাড়াতে 'মগজাস্ত্র' ব্যবহারের আবেদন জানিয়েছিল আর্জেন্টিনা। সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে ফিফা। অর্থাৎ বুধবার রাতে মস্তিষ্কের যুদ্ধে হ্যারি কেনদের থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে থাকবে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

এই বিশেষ অস্ত্র আসলে কী? ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা ম্যাচ মানেই সেখানে থাকবে যুদ্ধং দেহি মনোভাব। ফুটবলপ্রেমীদের মনে এখনও উজ্জ্বল ১৯৮৬ বিশ্বকাপে দিয়েগো মারাদোনার হ্যান্ড অফ গড। সেই ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা খেলতে নেমেছিল একেবারে অন্যরকম জার্সিতে। হালকা নীল-সাদা নয়, একেবারে গাঢ় নীল জার্সি ছিল মারাদোনাদের পরনে। ৪০ বছর আগে সেই ম্যাচ জেতে আর্জেন্টিনা। ১৯৯৮ বিশ্বকাপেও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা নামে গাঢ় নীল জার্সিতে, জিতে মাঠ ছাড়ে দল। আবারও বিশ্বকাপের নকআউটে মুখোমুখি ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা। তাই এমি মার্টিনেজদের শিবির থেকে ফিফার কাছে আবেদন জানানো হয়, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পয়া গাঢ় নীল জার্সি পরার জন্য। সেই আবেদন মঞ্জুর করেছে ফিফা। অর্থাৎ বুধবার গভীর রাতে পরিচিত নীল-সাদা জার্সিতে দেখা যাবে না মেসিদের। সেটাই ইংল্যান্ডের জন্য মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। কারণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে গাঢ় নীল জার্সিতে যতবার বিশ্বকাপ খেলতে নেমেছে আর্জেন্টিনা, প্রত্যেকবারই হারতে হয়েছে ইংল্যান্ডকে। ২০০২ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে জিতেছিল তারা। সেই ম্যাচে মেসিদের দল নেমেছিল নীল-সাদা জার্সিতে।

নকআউট পর্বে জার্সি নিয়ে এহেন কুসংস্কার আর্জেন্টিনায় বেশ জনপ্রিয়। কাবালা বলে পরিচিত এই কুসংস্কার বলে, অ্যাওয়ে কিটে নামলে সৌভাগ্য নেমে আসে আর্জেন্টাইন শিবিরে। বিশ্বকাপে এই নিয়ে পাঁচবার মুখোমুখি হয়েছে ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা, তার মধ্যে তিনটি নকআউট। বুধবার চতুর্থবার নকআউট ম্যাচ। জিতবে কে? মাঠের ফুটবল নাকি মাঠের বাইরের মগজাস্ত্র? উল্লেখ্য, চলতি বিশ্বকাপের সবকটা ম্যাচই নীল-সাদা জার্সিতে খেলেছে আর্জেন্টিনা। প্রত্যেক ম্যাচেই এসেছে জয়।

# হারের মুখ থেকে ফিরেও হার মুচোভার, তিন সেটের লড়াই জিতে গ্র্যান্ড স্ল্যাম নোসকোভার, নতুন চ্যাম্পিয়ন পেল উইম্বলডন

মরিয়া লড়াই করলেন ক্যারোলিনা মুচোভা। হারের মুখে দাঁড়িয়েও হার মানতে চাননি। পাঁচটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট বাঁচিয়ে টানা পাঁচ গেম জিতে খেলা নিয়ে যান তৃতীয় সেটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না। দেশীয় লিন্ডা নোসকোভার কাছে হার মানতে হল। ২ ঘণ্টা ২৮ মিনিটে তিন সেটের লড়াই জিতে (৬-২, ৫-৭, ৬-৩) প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন চেকিয়ার নোসকোভা।

এ বারের উইম্বলডনে মহিলাদের সিঙ্গলসে যে চেকিয়ার এক খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়ন হবেন, তা দু'দিন আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন ছিল, মুচোভা না নোসকোভা, কে জিতবেন শিরোপা। শেষ পর্যন্ত বজিমাত করলেন নোসকোভা। অল ইংল্যান্ডের নতুন রানি হলেন তিনি।

দু'জনেই চেকিয়ার খেলোয়াড়। নোসকোভার র‍্যাঙ্কিং ৯। মুচোভার ১০। দু'জনের খেলার ধরনও প্রায় এক। তবে বয়সের ফারাক রয়েছে। মুচোভার (২৯) থেকে আট বছরের ছোট নোসকোভা (২১)। সেখানেই বোধহয় ফারাক হয়ে গেল। শারীরিক লড়াইয়ে হার মানলেন মুচোভা। তৃতীয় সেটের খেলা দেখে তেমনটাই মনে হচ্ছিল।

দ্বিতীয় সেটের শুরু থেকে আবার সেই একই দৃশ্য। পিছিয়ে পড়েছিলেন মুচোভা। ফিরে আসছিল তিন বছর আগের পুরনো স্মৃতি। সে বার ফরাসি ওপেনের ফাইনালে উঠে হারতে হয়েছিল পোল্যান্ডের ইগা শিয়নটেকের কাছে। কিন্তু সেই ম্যাচও এতটা একপেশে ছিল না। যখন সকলে ভাবছেন খেলা শেষ, তখনই ফিললেন মুচোভা।

দ্বিতীয় সেটে ৫-২ এগিয়ে ছিলেন নোসকোভা। ছিলেন চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্টে। সেখান থেকে ফিরলেন মুচোভা। প্রথমে ব্রেক পয়েন্ট থেকে নিজের সার্ভিস ধরে রাখলেন। পরে নোসকোভার সার্ভিস ভাঙলেন। সেই দুই গেম শেষ হতে লাগল ২৫ মিনিট। পাঁচটি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট বাঁচান মুচোভা। নোসকোভাকে দেখে মনে হচ্ছিল, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। যে সার্ভিস এর আগে তাঁকে একের পর এক পয়েন্ট দিচ্ছিল, সেই সার্ভিস করতেই সমস্যায় পড়ছিলেন। ২-৫ থেকে টানা পাঁচটি গেম জিতে সেই সেট জিতে নেন মুচোভা।

ছন্দ মুচোভার পক্ষে ছিল। কিন্তু নোসকোভা দেখালেন, বয়স কম হলেও কতটা পরিণত তিনি। প্রথম সেট হারার পর মেডিক্যাল টাইম আউট নিয়েছিলেন মুচোভা। দ্বিতীয় সেট হারার পর সেই একই কাজ করলেন নোসকোভা। কয়েক মিনিট নিলেন নিজের মনঃসংযোগ বাড়াতে। ফিরে আসার পর আর তাঁকে আটকানো গেল না।

পর পর তিনটি গেম জিতে এগিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় সেটে মুচোভা প্রত্যাবর্তন করলেও এই সেটে আর পারলেন না তিনি। নিজের সার্ভিস ধরে রেখে ম্যাচ বার করে নিলেন নোসকোভা। প্রথম বার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে উঠে চ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। তাঁর শক্তিশালী ফোরহ্যান্ড, সার্ভিস বুঝিয়ে দিল, মেয়েদের টেনিসে আরও অনেক গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার ক্ষমতা রাখেন নোসকোভা।

## সেমিফাইনালে পৌঁছলেও ক্ষুব্ধ ইংল্যান্ড কোচ টুশেল

মায়ামি: আট বছর পর ফের এক বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে ইংল্যান্ড। নরওয়ের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালে পিছিয়ে পড়েও জুড বেলিংহ্যামের জোড়া গোলে অতিরিক্ত সময়ে ম্যাচ জিতে নেয় থ্রি লায়ন্সরা। তবে দলের জয় সত্ত্বেও ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুশেল কিন্তু দলের পারফরম্যান্সে একেবারেই খুশি নন। বরং, টুশেল স্বীকার করে নিচ্ছেন তাঁর দল ভাগ্যের জোরেই ২-১ গোলে এই ম্যাচ জিতেছে।

ম্যাচশেষে টুশেল সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, "আমরা আজ নিজেদেরই জীবনটা দুর্বিসহ করে তুলেছিলাম। ম্যাচের ফলাফলটা দারুণ হয়েছে, আমরা শেষ চারে পৌঁছেও গিয়েছি। তবে দলের পারফরম্যান্স নিয়ে আমি একটুও খুশি নই। আমরা আজ ভাগ্যবান ছিলাম। আমাদের থেকে অনেক ভাল খেলতে হবে এবং আমরা খেলবও। আমাদের উন্নতি করতেই হবে।"

## "ভদ্রভাবে কথা বলুন," রোনাল্ডোর দেশের রেফারিকে বললেন মেসি

কানসাস সিটি: মাঠে তাঁদের দ্বৈরথ নিয়ে চর্চার শেষ ছিল না। ক্লাব ফুটবলে একজন ছিলেন বার্সেলোনার সেরা অস্ত্র। অন্যজন রিয়াল মাদ্রিরের মুখ। লিওনেল মেসি বনাম ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর লড়াই ঘিরে উত্তেজনা থাকত তুঙ্গে।

বিশ্বকাপে এবার রোনাল্ডোর দেশের রেফারির সঙ্গে ঝামেলা লেগে গেল মেসির। অভিযোগ, আর্জেন্তিনা বনাম স্যুইৎজারল্যান্ড ম্যাচের মাঝে মেসির সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন পর্তুগিজ রেফারি হোয়াও পেদ্রো পিনেইরো। মাঠেই যার প্রতিবাদ করেন মেসি। সাফ বলে দেন, "আমাকে অসম্মান করবেন না। ভদ্রভাবে কথা বলুন।"

## বেলিংহ্যামের কাছে মেসির হার ! বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নামার আগে ইংরেজ ফুটবলারের থেকে পিছিয়ে পড়লেন লিয়ো

ধাক্কা খেলেন লিয়োনেল মেসি। ধাক্কা দিলেন জুড বেলিংহ্যাম। বুধবার ভারতীয় সময় রাতে ১২.৩০ মিনিটে মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নামার আগে চাপ বাড়ল মেসির উপর। ফিফা পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে পড়েছেন তিনি।

চলতি বিশ্বকাপে ম্যাচ চলাকালীন পাওয়ার র‍্যাঙ্কিং শুরু করেছে ফিফা। সেখানে প্রতিটি ম্যাচ খেলতে নামা ফুটবলারদের নম্বর দেওয়া হচ্ছে। তার ভিত্তিতে হচ্ছে ক্রমতালিকা। তিনটি বিভাগে মূলত নম্বর পাচ্ছেন ফুটবলারেরা। তা হলে আক্রমণ, সৃজনশীলতা ও রক্ষণ। গোলরক্ষকদেরও নম্বর দেওয়া হচ্ছে। গোল বাঁচানোর নিরিখে নম্বর পাচ্ছেন তাঁরা।কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন মেসি। তিনি নেমেছেন তৃতীয় স্থানে। এক লাফে ছয় থেকে দু'নম্বরে উঠে এসেছেন বেলিংহ্যাম। আক্রমণের জন্য বেলিংহ্যাম পেয়েছেন ৮.২৫। সৃজনশীলতার জন্য ৬.৪৩। রক্ষণের জন্য ৫.৬৭। সেখানে মেসি আক্রমণের জন্য ৮.০৭, সৃজনশীলতার জন্য ৭.৪১ ও রক্ষণের জন্য ৪.৯০ পেয়েছেন।তালিকার শীর্ষে রয়েছেন কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি স্ট্রাইকার আক্রমণের জন্য ৮.৯৭, সৃজনশীলতার জন্য ৭.৬৫ ও রক্ষণের জন্য ৪.৪৭ পেয়েছেন। অর্থাৎ, বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলতে নামা তিন দলের তিন তারকা রয়েছেন প্রথম তিনে। বিশ্বকাপের চতুর্থ সেমিফাইনালিস্ট স্পেনের কোনও ফুটবলার অবশ্য প্রথম দশে নেই।চলতি বিশ্বকাপে আটটি গোল করেছেন মেসি। করিয়েছেন দু'টি গোল। বেলিংহ্যামের গোলের সংখ্যা ছয়। মেসির থেকে কম গোল করলেও ইংল্যান্ডের শেষ দুই নকআউট ম্যাচে চার গোল করেছেন তিনি। বেলিংহ্যামের জন্যই মেক্সিকো ও নরওয়েকে হারিয়েছে তারা। ফলে মেসিকে টপকে গিয়েছেন তিনি।

## 'আর্জেন্টিনার স্বভাবই হল জোর করে রাগিয়ে দেওয়া', বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নেওয়ার পরেও থামছেন না মিশরের কোচ

আর্জেন্টিনার কাছে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়েছিল মিশর। ২-০ এগিয়ে গিয়েও ২-৩ গোলে হেরেছিল তারা। সেই ম্যাচে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। হারের বেশ কিছু দিন পরেও সেই ঘটনা ভুলতে পারছে না মিশর। সে দেশের কোচ জানিয়েছেন, আর্জেন্টিনার কাজই হল বিপক্ষ দলকে রাগিয়ে দেওয়া। দেশের এক সংবাদমাধ্যমে মিশরের কোচ হোসাম হাসান বলেছেন, "ওরা রাগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী। খুব ভাল ভাবে বিতর্ক উস্কে দিতে পারে। ওরা চাইছিল যাতে আমরা উত্তেজিত হয়ে পড়ি। সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে চেয়েছিল ওরা। মুখের উপরে এসে কথা বলে। ম্যাচে একটা লাল কার্ডও হয়েছে। ওরা খেলতে এসেই ছিল আমাদের উত্তেজিত করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে।"

এখানেই না থেমে হাসান আরও বলেছেন, "কিছু কিছু জিনিস থাকে যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। রেফারি পুরো ম্যাচটা ধ্বংস করে দিয়েছিল। চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। দু'মিনিট অন্তত খেলোয়াড়দের সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল রেফারির। বার বার হলুদ কার্ড দেখানো হচ্ছিল। রেফারির সিদ্ধান্ত বার বার আমাদের বিপক্ষে যাচ্ছিল।"

ম্যাচের পরেও মিশরের কোচ রেফারিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। জানিয়েছিলেন, ওই রেফারিকে বিশ্বকাপে আর কোনও ম্যাচে দায়িত্ব না দিতে।

# যে দেখা হয়নি শুরুতে শেষবেলায় সেই দেখা মেসির

বিশ্বকাপ জিতেছেন, কোপা আমেরিকা জিতেছেন, জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগও। সেরা খেলোয়াড়ের ব্যালন ডি'অর জিতেছেন রেকর্ড আটবার, বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতাও এখন তিনিই।ক্লাব ফুটবলে প্রায় সব বড় প্রতিপক্ষের বিপক্ষেই খেলেছেন, গোল করেছেন, শিরোপা জিতেছেন। আন্তর্জাতিক ফুটবলেও ব্রাজিল, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, স্পেন কিংবা পর্তুগালসহ প্রায় সব পরাশক্তির বিপক্ষে মাঠে নেমেছেন।

এত দীর্ঘ ক্যারিয়ারে মেসির প্রতিপক্ষের তালিকায় তবু একটি নাম বাদই থেকে গিয়েছিলইংল্যান্ড। আগামীকাল আটলান্টায় বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে সেই অপূর্ণতা ঘুচতে চলেছে মেসির।সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে আর্জেন্টিনা আর নরওয়েকে হারিয়ে ইংল্যান্ড শেষ চারে ওঠার পর নিশ্চিত হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত এই লড়াই। ৩৯ বছর বয়সে প্রথমবার ইংল্যান্ড জাতীয় দলের বিপক্ষে খেলবেন মেসি।

ক্লাব ফুটবলে অবশ্য ইংলিশরা মেসির অপরিচিত নন। বার্সেলোনার জার্সিতে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, চেলসি, ম্যানচেস্টার সিটি, লিভারপুল, আর্সেনালের বিপক্ষে খেলেছেন। ২০১০ চ্যাম্পিয়নস লিগে আর্সেনালের বিপক্ষে চার গোলের সেই রাত তো ফুটবল ইতিহাসেরই অংশ!

সব মিলিয়ে প্রিমিয়ার লিগের দলগুলোর বিপক্ষে ৩৬ ম্যাচ খেলে ২৭ গোল, ৬ অ্যাসিস্ট। কিন্তু ক্লাব পর্যায়ে ইংলিশদের বিপক্ষে এমন সাফল্য থাকলেও ইংল্যান্ড জাতীয় দলের বিপক্ষে নিজেকে পরখই করা হয়নি তাঁর।এর পেছনে আছে কাকতালীয় ঘটনা। আর্জেন্টিনা---ইংল্যান্ড সর্বশেষ মুখোমুখি হয়েছিল ২০০৫ সালের নভেম্বরে। এর তিন মাস আগেই হাঙ্গেরির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে পা পড়ে মেসির। তবে অভিষেক ম্যাচেই লাল কার্ড দেখায় স্বয়ংক্রিয় নিষেধাজ্ঞার কারণে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলা হয়নি তাঁর।তখন অবশ্য তাঁর না খেলাটা এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল না। কিন্তু পরের ২১ বছরে কোনো মঞ্চেই আর্জেন্টিনা---ইংল্যান্ডের আর দেখা না হওয়াতেই মেসির 'ইংল্যান্ড---মিসিং' এখন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা---ইংল্যান্ড ম্যাচ এমনিতেই বিশেষ কিছু। ১৯৮৬ সালে ডিয়েগো ম্যারাডোনার সেই 'হ্যান্ড অব গড' গোল ও 'গোল অব দ্য সেঞ্চুরি', ১৯৯৮ বিশ্বকাপে ডেভিড বেকহামের লাল কার্ড, ২০০২ সালে ইংল্যান্ডের জয়দুই দেশের দ্বৈরথে ইতিহাসের রং বরাবরই একটু গাঢ়।

মেসির জন্মই ১৯৮৭ সালে। ১৯৮৬ সালের সেই বিখ্যাত কোয়ার্টার ফাইনাল তাই নিজ চোখে দেখার সুযোগ হয়নি তাঁর। কিন্তু আর্জেন্টিনায় বড় হতে হতে সেই ম্যাচের গল্প, ভিডিও আর ছবি তাঁর ফুটবল—স্মৃতিরই অংশ হয়ে উঠেছে। ইএসপিএন আর্জেন্টিনাকে সে কথাই জানাতে গিয়ে মেসির ভাষ্য, '৮৬' ম্যাচের যত স্মৃতি আমার আছে, সবই ভিডিও আর ছবির মাধ্যমে। আর্জেন্টিনার মানুষ বারবার সেই ম্যাচগুলো দেখে, মনে করে।'

'প্রতিপক্ষ যে---ই হোক, তবে আমাদের এই দল নিজের ফুটবলটাই খেলে' বললেও মেসির কাছে এই ম্যাচের বিশেষত্ব অবশ্য অন্য জায়গায়, 'ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলাটা অবশ্যই বিশেষ। তারা বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি, আর পরাশক্তিদের বিপক্ষে ম্যাচ সব সময়ই আলাদা। ব্যক্তিগতভাবে এটাই হবে তাদের বিপক্ষে আমার প্রথম ম্যাচ। ইংল্যান্ড ছাড়া প্রায় সবার বিপক্ষেই খেলেছি। এই কারণেও ম্যাচটি আমার কাছে বিশেষ।'এই বিশ্বকাপে মেসির পারফরম্যান্সও বিশেষই। এখন পর্যন্ত আট গোল করেছেন, যা কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক দিয়ে শুরু, এরপর অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে জোড়া গোল আর জর্ডান, কেপভার্দে ও মিসরের বিপক্ষে করেছেন একটি করে গোল। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে গোল না পেলেও একটি অ্যাসিস্ট করেছেন।এবার মেসির সামনে শুধু আরেকটি সেমিফাইনালই নয়, বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথমবার নিজের নাম লেখানোর উপলক্ষও।

# জেনেশুনেও বার বার একই ভুল করছেন শ্রেয়সেরা !

তাঁরা জানেন, এই পরিবেশে প্রতি বলে বড় শট খেলা যায় না। জানেন, এই ধরনের মাঠে বাউন্ডারির দূরত্ব বুঝে খেলতে হয়। জানেন, প্রতিপক্ষের এক বা দু'জন বোলারকে নিশানা করতে হয়। জানেন, জুটি না বাঁধলে বড় রান করা মুশকিল। সব কিছু জেনেশুনেও বার বার একই ভুল করছেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। অন্তত অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারের কথাতে সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে।প্রথম আয়ারল্যান্ড। তার পর ইংল্যান্ড। পর পর দুই সিরিজে চুনকাম হয়েছে ভারত। দলের নতুন অধিনায়ক হিসাবে প্রথম ছ'টি ম্যাচই হেরেছেন শ্রেয়স। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি বৃষ্টিতে ভেস্তে না গেলে হয়তো সংখ্যাটা সাত হত। খেলা শেষে শ্রেয়সের মুখে শিক্ষার কথা।ইংল্যান্ডের কাছে শেষ টি-টোয়েন্টি হেরে প্রথমেই শিক্ষার কথা তুলে ধরেছেন শ্রেয়স। তিনি বলেন, "সত্যি বলতে, এই ধরনের পরিবেশে কী ভাবে খেলতে হয়, কতটা মনোযোগ রাখতে হয়, কী ভাবে পরিস্থিতির সঙ্গে মানাতে হয় তা শিখলাম।

CMYK

জাগরণ 15 July, 2026, Wednesday আগরতলা ১৫ জুলাই, ২০২৬ ইং, ■ ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023



# কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রকে নিশানা সিপিএমের, দেশজুড়ে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র (সিপিআই(এম)) কেন্দ্রীয় কমিটির তিনদিনের বৈঠক ১১ থেকে ১৩ জুলাই নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠক শেষে প্রকাশিত প্রেস বার্তায় দেশের অর্থনীতি, খাদ্য নিরাপত্তা আইন, দুর্নীতির অভিযোগ, নাগরিকত্ব, নির্বাচনী সংস্কার, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, কৃষক-শ্রমিকদের সমস্যা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি-সহ একাধিক বিষয়ে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ইস্যুতে দেশব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে দল।

সপিআই(এম)-এর দাবি, কেন্দ্রের উন্নয়নের দাবির বিপরীতে দেশের অর্থনীতি সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দলের বক্তব্য অনুযায়ী, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জুন মাসের বুলেটিনে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৬ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, যা আগের বছরের ৭.৭ শতাংশের তুলনায় কম। একই সঙ্গে বেসরকারি খাতের প্রবৃদ্ধি কমেছে, বেকারত্ব উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে ইউরিয়াসহ সার সংকট দেখা দিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন (এনএফএসএ)-এ প্রস্তাবিত সংশোধনের বিরোধিতা করেছে সিপিআই(এম)। দলের অভিযোগ, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার সুবিধাভোগী নির্ধারণে পরিবারভিত্তিক পদ্ধতির পরিবর্তে মাথাপিছু ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু হলে দরিদ্র পরিবারগুলির খাদ্য প্রাপ্যতা কমে যাবে। বিশেষ করে দক্ষিণের রাজ্যগুলি এর ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে দলের দাবি। সরকার সংশোধনী এগিয়ে নিয়ে গেলে দেশজুড়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সিপিআই(এম)।

অযোধ্যার রামমন্দিরের অনুদান আত্মসাতের অভিযোগ এবং কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ অপব্যবহারের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে সিপিআই(এম)। দলের বক্তব্য, দোষীদের পদমর্যাদা নির্বিশেষে শাস্তি দিতে হবে।

কেন্দ্রের গঠিত উচ্চ পর্যায়ের জনসংখ্যাগত পরিবর্তন কমিশন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিআই(এম)। দলের অভিযোগ, জনসংখ্যাবিদ ছাড়াই কমিশন গঠন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে আরএসএসের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের চেষ্টা চলছে।

এছাড়া, বিদেশ মন্ত্রকের পাসপোর্ট নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, এই অবস্থানেরও সমালোচনা করেছে দল। সিপিআই(এম)-এর দাবি, এই পদক্ষেপ সিএএ, এনআরসি এবং বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাগরিকত্বের প্রশ্নে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী দল ভাঙিয়ে সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের চেষ্টা করার অভিযোগ তুলেছে সিপিআই(এম)। দলের দাবি, এই ধরনের পদক্ষেপ গণতন্ত্র, সংবিধান এবং দলত্যাগ বিরোধী আইনের পরিপন্থী।

বিভিন্ন রাজ্যে বহুজাতিক সংস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার জন্য কম দামে জমি বরাদ্দ দিয়ে দীর্ঘদিনের বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে সিপিআই(এম)। দলের মতে, ডেটা সেন্টার স্থাপনের ফলে ভূগর্ভস্থ জলের উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

গুজরাট পুলিশের নতুন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি)-কে সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে নজরদারির হাতিয়ার বলে অভিযোগ করেছে সিপিআই(এম)। দলের দাবি, এটি মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার পরিপন্থী।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে সিপিআই(এম) দাবি করেছে, ক্ষমতায় আসার অল্প সময়ের মধ্যেই সরকারের কর্তৃত্ববাদী চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। হকার উচ্ছেদ, বিরোধী দলের কর্মসূচিতে বাধা এবং দলীয় কার্যালয়ে হামলার অভিযোগও করেছে দল।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সাম্প্রতিক মন্তব্যের সমালোচনা করে সিপিআই(এম) জানিয়েছে, এ ধরনের বক্তব্য গণতান্ত্রিক পরিবেশের পরিপন্থী। একই সঙ্গে কেরলের কংগ্রেস সরকার কর্পোরেটপন্থী নীতি গ্রহণ করছে বলে অভিযোগ করেছে দল। পূর্ববর্তী এলডিএফ সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি দুর্বল করার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে সিপিআই(এম)।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ)-এর স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে সিপিআই(এম)। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও দেশে জ্বালানি ও রান্নার গ্যাসের দাম কমানো হয়নি বলে কেন্দ্রের সমালোচনা করেছে দল। কৃষকদের জন্য ইউরিয়াসহ পর্যাপ্ত সার সরবরাহেরও দাবি জানানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করে প্রচার, প্রার্থী নির্বাচন ও রাজনৈতিক বার্তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছে সিপিআই(এম)। আগামী দিনে সংশোধনী কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এছাড়া, নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার দাবিতে দেশব্যাপী প্রচার, সংসদ ও বিধানসভায় মহিলাদের সংরক্ষণ কার্যকর করার দাবিতে আন্দোলন, যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতি বিরোধী প্রচার, শ্রমিক-কৃষক সংগঠনের আন্দোলনে সমর্থন এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের কথা জানিয়েছে সিপিআই(এম)। দলের পক্ষ থেকে ছাত্রনেতা সোনম ওয়াংচুকের অনশন নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

## আগরতলায় ১৬ জুলাই শুরু হচ্ছে ইসকনের রথযাত্রা, উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল

আগরতলা, ১৪ জুলাই: আগামী ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টায় আগরতলার আশ্রম চৌমুহনীস্থিত ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসবের সূচনা হবে। প্রতি বছরের মতো এবারও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও নানা সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রথযাত্রা উদযাপিত হবে।

রথযাত্রার শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া এবং সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

রথযাত্রার পরবর্তী সাত দিন গুন্ডিচা মন্দিরে রথ অবস্থান করবে। এই সময় সেখানে রথের মেলা, বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি, ধর্মীয় নাটক, ভজন, কীর্তন ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভক্তদের জন্য সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছে ইসকন হরেকৃষ্ণ মন্দির কর্তৃপক্ষ।

আগামী ২৪ জুলাই উল্টো রথযাত্রার মাধ্যমে এ বছরের রথযাত্রা উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটবে। সমাপনী অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

# পরিবহন দফতরের রাজস্ব ১৬০ কোটি টাকা, সড়ক দুর্ঘটনা কমেছে ১৩ শতাংশ: মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ১৪ জুলাই: ত্রিপুরা পরিবহন দফতরের রাজস্ব আদায় বেড়ে ১৬০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। একই সঙ্গে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনার হারও ১৩ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়েছেন পরিবহনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

মঙ্গলবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে ‘মোটরযান আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধি’ বিষয়ক এক সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতামূলক সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই ধরনের কর্মসূচি পরিবহন দফতরের আধিকারিক, পুলিশ কর্মী এবং বিশেষজ্ঞদের এক অভিন্ন মঞ্চে নিয়ে আসে। সেমিনারে অর্জিত জ্ঞানকে মাঠপর্যায়ে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের ওপরও তিনি জোর দেন।

পরিবহন খাতের দ্রুত সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, গত পাঁচ বছরে রাজ্যে নিবন্ধিত যানবাহনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যানবাহনের সংখ্যা বাড়লেও পরিবহন দফতর ও ট্রাফিক পুলিশের সমন্বিত উদ্যোগে সড়ক দুর্ঘটনার হার ১৩ শতাংশ কমেছে বলে তিনি জানান।

কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ‘রাহবীর (গুড সামারিটান) প্রকল্প’-এর আওতায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে এগিয়ে আসা নাগরিকদের পুরস্কৃত করা হয় এবং তাঁদের পুলিশি হয়রানির আশঙ্কাও থাকে না। এছাড়া ‘পিএম রাহাত’ ক্যাশলেস চিকিৎসা প্রকল্পের আওতায় দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা পান। তিনি জানান, ইতোমধ্যেই ত্রিপুরায় প্রায় ৬০ জন এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, জরুরি পরিষেবা আরও শক্তিশালী করতে রাজ্যে ১৬টি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশের জন্য ইন্টারসেপ্টর যান মোতায়েন করা হয়েছে। সম্প্রতি সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে তা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

সড়ক নিরাপত্তাকে সকলের যৌথ দায়িত্ব উল্লেখ করে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, সচেতনতাই প্রাণহানি কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায়। তাই আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলেও তিনি ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপার্ড-এর স্কুল অব লজিস্টিকস, কমিউনিকেশন অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ-এর প্রধান ইঞ্জিনিয়ার সুশান্ত দত্ত, পরিবহন দফতরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী, মহারাষ্ট্রের এআরটিও সচিন অশোক বোধালে, ত্রিপুরা পুলিশের আইন-শৃঙ্খলা শাখার আইজিপি মনচাক ইপার (আইপিএস) প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন পরিবহন দফতরের যুগ্মসচিব মৈত্রেয়ী দেবনাথ।

## ১৫ জুলাই মেলাঘরের রথযাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং মেলাঘর পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ৯ দিনব্যাপী ঐতিহ্যবাহী মেলাঘরের রথযাত্রা উৎসব আগামী ১৫ জুলাই থেকে শুরু হবে। মেলাঘর জগন্নাথ বাড়ী প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই উৎসব চলবে আগামী ২৩ জুলাই পর্যন্ত। ১৫ জুলাই বিকাল ৪টায় উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ। বিশেষ অতিথি হিসাবে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, সম্মানিত অতিথি হিসাবে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ পাল রায়।

## আগামী তিন দিন ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস

আগরতলা, ১৪ জুলাই: আগামী তিন দিন ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি), আগরতলা কেন্দ্র। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রকাশিত আবহাওয়া বুলেটিনে এই সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ১৪ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি পশ্চিম ত্রিপুরা, সিপাহীজলা, গোমতী এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার এক বা দুটি স্থানে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়া এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এক বা দুটি স্থানে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতেরও পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে ১৭ জুলাইয়ের পর থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত ও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকলেও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ৯৪টি সিসিটিভি অচল, নজরদারিহীন ধর্মনগর বাড়ছে চুরির ঘটনা, প্রশ্নের মুখে পুর প্রশাসন

ধর্মনগর, ১৪ জুলাই: ত্রিপুরার উত্তর জেলার গুরুত্বপূর্ণ শহর ধর্মনগরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। অভিযোগ, শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপিত প্রায় ৯৪টি সিসিটিভি ক্যামেরার একটিও বর্তমানে সচল নেই। গত এক থেকে দুই মাস ধরে অচল হয়ে পড়ে থাকা এই নজরদারি ব্যবস্থার মধ্যেই শহরে ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে চুরি ও অপরাধমূলক ঘটনার অভিযোগ।

শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার, সরকারি দপ্তর, হাসপাতাল ও জনবহুল এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে স্থাপন করা হয়েছিল প্রায় ৯৪টি সিসিটিভি ক্যামেরা। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্তমানে ক্যামেরাগুলোর একটিও কার্যকর অবস্থায় নেই। ফলে কোনো অপরাধ সংঘটিত হলেও তার ফুটেজ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না, যা তদন্তের ক্ষেত্রেও বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, গত এক থেকে দুই মাস ধরে সম্পূর্ণ অচল হয়ে রয়েছে গোটা নজরদারি ব্যবস্থা। এ নিয়ে পুর প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, সিসিটিভি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা এক কর্মীর ওপর দায় চাপানোর চেষ্টার অভিযোগও সামনে এসেছে।

এদিকে, শহরে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক চুরির ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয়দের দাবি, সরকারি অফিস, হাসপাতাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এমনকি স্বর্ণালঙ্কারের দোকানও চোরের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও তীব্র হয়েছে।

স্থানীয়দের প্রশ্ন, কোটি টাকার নজরদারি প্রকল্প যদি দীর্ঘদিন অচল অবস্থায় পড়ে থাকে, তাহলে নাগরিক নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে? দ্রুত সিসিটিভি ব্যবস্থা সচল করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

এ বিষয়ে ধর্মনগরের সিসিটিভি ব্যবস্থা অচল থাকার অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফলে ক্যামেরার নজরদারি কবে পুনরায় চালু হবে, তা নিয়েই এখন সাধারণ মানুষের মধ্যে বাড়ছে উৎকণ্ঠা। প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ধর্মনগরবাসী।

## রথযাত্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা ও সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় তৎপর ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম

আগরতলা, ১৪ জুলাই: আগামী ১৬ জুলাই রথযাত্রা এবং ২২ জুলাই উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে রাজ্যজুড়ে নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও আনন্দমুখর উৎসব নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড। বিদ্যুৎজনিত যে কোনও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশে একটি বিস্তারিত অ্যাডভাইজারি জারি করা হয়েছে।

নিগমের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, রথযাত্রার সময় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত শোভাযাত্রা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া হাজার হাজার ভক্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং কোথাও যেন বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে। সেই উদ্দেশ্যেই রাজ্যের সমস্ত বৈদ্যুতিক সার্কেল, ডিভিশন ও সাব-ডিভিশনের আধিকারিকদের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসুর নির্দেশ অনুযায়ী, রথযাত্রার রুটে থাকা সমস্ত এইচটি ও এলটি ওভারহেড লাইন, বৈদ্যুতিক খুঁটি, ট্রান্সফরমার, স্টে-ওয়্যারসহ বিদ্যুৎ পরিকাঠামোর আগাম পরিদর্শন সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে। কোথাও কোনও ত্রুটি বা সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত হলে তা অবিলম্বে মেরামত বা সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অ্যাডভাইজারিতে আরও বলা হয়েছে, রথ এবং ওভারহেড বিদ্যুৎ লাইনের মধ্যে পর্যাপ্ত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে উৎসব চলাকালীন কোনও ধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি না হয়।

নিগমের পক্ষ থেকে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রকৌশলী, লাইনম্যান ও প্রযুক্তিগত কর্মী মোতায়েনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্রেকডাউন টিম, জরুরি পরিষেবার গাড়ি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, নিরাপত্তা সামগ্রী এবং অন্যান্য জরুরি উপকরণ সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখার নির্দেশ রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা অন্য কোনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখা দিলে দ্রুত পরিষেবা পুনরুদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সর্বদা প্রস্তুত থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসন, পুলিশ, দমকল,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আবার চোরের হানা, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে চম্পট

আগরতলা, ১৪ জুলাই: ফের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খোয়াই মহকুমার চেবরী বাজার সংলগ্ন এলাকায়। দুষ্কৃতীরা একটি বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার-সহ প্রায় ৬ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুট করে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, সোমবার গভীর রাতে চেবরী বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাসিন্দা সমীরণ দাসের বাড়িতে চোরের দল হানা দেয়। সমীরণ দাস ও তাঁর স্ত্রী সন্তানদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য বর্তমানে খোয়াই শহরে ভাড়া বাড়িতে থাকেন। তবে তিনি প্রতিদিনই চেবরীর বাড়িতে এসে সবকিছু দেখাশোনা করে যান। মঙ্গলবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ বাড়িতে এসে তিনি দেখতে পান, বারান্দার গ্রিলের তালা এবং ঘরের দরজার তালা ভাঙা। ঘরে ঢুকে দেখেন আলমারির তালাও ভেঙে ফেলা হয়েছে।

সমীরণ দাস জানান, বাড়িতে বাথরুম নির্মাণের কাজের জন্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা নগদ রাখা ছিল। এছাড়া আলমারিতে থাকা প্রায় দুই থেকে আড়াই ভরি স্বর্ণালংকারও চোরের দল নিয়ে যায়। সব মিলিয়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ টাকা বলে তিনি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, জার্মান পেটেন্ট পেলেন ড. ফারহানা ইয়াসমিন রহমান

আগরতলা, ১৪ জুলাই: ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটে যুক্ত হল আরও একটি নতুন পালক। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের থিন ফিল্মস ন্যানোসায়েন্স ল্যাবরেটরি-এর এক গবেষকের অসাধারণ সাফল্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেল প্রতিষ্ঠানটি।

অধ্যাপক সৈয়দ আরশাদ হুসেনের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ড. ফারহানা ইয়াসমিন রহমান তাঁর পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল পরিবেশবান্ধব স্মৃতি ডিভাইস তৈরি, যেখানে উদ্ভিজ্জ নির্যাস ব্যবহার করে টেকসই ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা হয়েছে।

গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন, স্থানীয়ভাবে পাওয়া বিভিন্ন উদ্ভিদ যেমন পদ্ম, গোলাপ এবং সজনে (ড্রামস্টিক)-এর নির্যাস ব্যবহার করে কম খরচে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রনিক মেমরি ডিভাইস তৈরি করা সম্ভব। এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে সিলিকন-ভিত্তিক প্রযুক্তির বিকল্প বা সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ড. রহমানের এই উদ্ভাবনী গবেষণা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। টেকসই ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে তাঁর কাজের জন্য তিনি জার্মান পেটেন্ট লাভ করেছেন। এই সাফল্য ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতমানের গবেষণা ও আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এর পাশাপাশি, ড. ফারহানা ইয়াসমিন রহমান জাপানের মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পদার্থবিজ্ঞান ও উপাদান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ পোস্টডক্টরাল ফেলো হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে তিনি আয়নিক ডিভাইস গ্রুপ-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ট্রানজিস্টর-ভিত্তিক নিউরোমরফিক ডিভাইস তৈরির গবেষণায় কাজ করবেন। এই গবেষণা ভবিষ্যতের উন্নত কম্পিউটিং প্রযুক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিন ফিল্মস ন্যানোসায়েন্স ল্যাবরেটরি-এর এই সাফল্য দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহলেও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে। স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি তৈরির সম্ভাবনা এই গবেষণার মাধ্যমে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

## বর্তমানে সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ডিজিপি

আগরতলা, ১৪ জুলাই: সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক উদ্যোগের অংশ হিসেবে মঙ্গলবার বাণিজ্যিক গাড়িচালকদের জন্য একটি বিনামূল্যের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করল ত্রিপুরা পুলিশ। আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে এবং কমিউনিটি পুলিশ কর্মসূচি ‘প্রয়াস’-এর আওতায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের শিবিরে প্রায় ৬১২ জন চালক চক্ষু পরীক্ষা করে, এবং ২০০ জন চালককে চক্ষু পরীক্ষা করে গ্লাস প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যের পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকর(আইপিএস) বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা কমানো ত্রিপুরা পুলিশের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। তিনি জানান, ২০২৪ সালে রাজ্যে যেখানে প্রায় ৫৭৮টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে ২০২৫ সালে তা কমে ৫২৭টিতে নেমে এসেছে।

ডিজিপির মতে, শিক্ষা, আইন প্রয়োগ, জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা এবং প্রকৌশলগত উন্নয়নএই চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে সমন্বিতভাবে কাজ করার ফলেই দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেছে। তিনি আরও বলেন, বাণিজ্যিক গাড়িচালকদের ব্যস্ততার কারণে অনেকেই সময়মতো হাসপাতালে গিয়ে চোখ পরীক্ষা করাতে পারেন না। সেই বিষয়টি বিবেচনা করেই এই বিনামূল্যের চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যেসব চালকের দৃষ্টিশক্তির সমস্যা ধরা পড়বে, তাঁদের বিনামূল্যে চশমাও প্রদান করা হবে। এই কর্মসূচির সমস্ত ব্যয় বহন করছে ট্রাফিক বিভাগ এবং কমিউনিটি পুলিশি উদ্যোগ ‘প্রয়াস’।

ট্রাফিক পুলিশ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো চালকদের দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, যাতে সড়কে নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিত করা যায় এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানো সম্ভব হয়।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম জেলার ট্রাফিক পুলিশ সুপার কান্তার জাহাঙ্গীর জানান, নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চালকদের সুস্থ দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দৃষ্টিশক্তির সমস্যার কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# গোমতী জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে একগুচ্ছ পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই: হাসপাতালের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা খতিয়ে দেখতে এবং পরিকাঠামোগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আজ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে গোমতী জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। আজ হাসপাতাল চত্বরে পৌঁছে স্বাস্থ্য সচিব ট্রমা কেয়ার সেন্টার, নবনির্মিত সিসিইউ ওয়ার্ড, সিটি স্ক্যান ও রেডিওলজি বিভাগ, ইউএসজি কক্ষ, আইপিএইচএল (ল্যাব) এবং ব্লাড ব্যাংক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ সরজমিনে খতিয়ে দেখেন। সেই সঙ্গে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সিং অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে পরিষেবার বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য সচিব জানান, বিশালগড় ও দক্ষিণ ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের চিকিৎসায় এই হাসপাতালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানে দৈনিক গড়ে ৬০০ থেকে ৮০০ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন। এই ক্রমবর্ধমান রোগীর কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা এবং অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের বিশেষ উদ্যোগে হাসপাতাল চত্বরেই আরও একটি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট নতুন আধুনিক হাসপাতাল ভবন গড়ে তোলা হবে। আজ তিনি

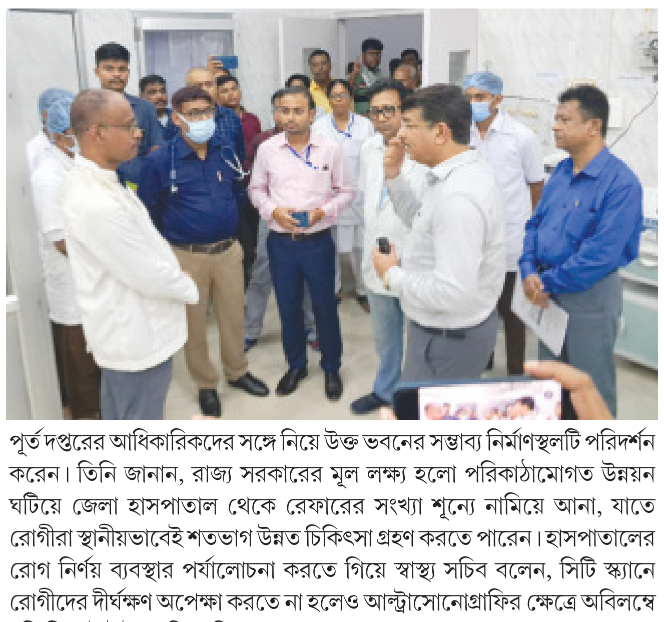

পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে উক্ত ভবনের সম্ভাব্য নির্মাণস্থলটি পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হলো পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটিয়ে জেলা হাসপাতাল থেকে রেফারের সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনা, যাতে রোগীরা স্থানীয়ভাবেই শতভাগ উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারেন। হাসপাতালের রোগ নির্ণয় ব্যবস্থার পর্যালোচনা করতে গিয়ে স্বাস্থ্য সচিব বলেন, সিটি স্ক্যানে রোগীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে না হলেও আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ক্ষেত্রে অবিলম্বে দুটি শিফটে ইউএসজি পরিষেবা চালু করতে হবে।

স্বাস্থ্য সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে ত্রিপুরাকে যে তিনটি অত্যাধুনিক এমআরআই মেশিন দেওয়া হচ্ছে, তার একটি গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থাপন করা হবে এবং এর জন্য নির্দিষ্ট স্থানও চূড়ান্ত করা হয়েছে। হৃদরোগীদের জরুরি চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রস্তুত করা ৬ শয্যাবিশিষ্ট কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটটির পরিষেবা চলতি সপ্তাহ থেকেই চালু হয়ে যাবে। আই পি এইচ ল্যাবরেটরি পরিষেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ১৫০টি পরীক্ষা করা হচ্ছে। আগরতলা সিভিল হাসপাতালের আদলে এবার গোমতী জেলা হাসপাতালেও ২-৩ জন চিকিৎসক নিয়ে সান্ধ্যকালীন ওপিডি চালু করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ও মেডিক্যাল সুপারকে পরামর্শ দিয়েছেন সচিব। এর ফলে বিকেল বা রাতের দিকে রোগীদের আগরতলায় রেফার করার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। এদিকে, নতুন ভবনে স্থানান্তরিত ট্রমা কেয়ার সেন্টারের কাজ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি জানান, এখানে প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন রোগী জরুরি ও জীবনদায়ী পরিষেবা পাচ্ছেন। আজকের পরিদর্শনের সময় স্বাস্থ্য সচিবের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবাশ্রী দেববর্মা, গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং, গোমতী জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ কাজল কুমার দাস, পূর্ত দপ্তরের (সড়ক ও ভবন) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী তাপস মারাক সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের বাস্তুকার ও হাসপাতালের পদস্থ চিকিৎসকরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK